বামন-ভিক্ষা

[শ্রীভগবানের বামনাবতার]

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ

লিখিত ভূমিকা সম্বলিত

"দেবী মাহাত্ম্য" প্রণেত্রী

শ্রীমতী অমরবালা দেবী

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৩৫

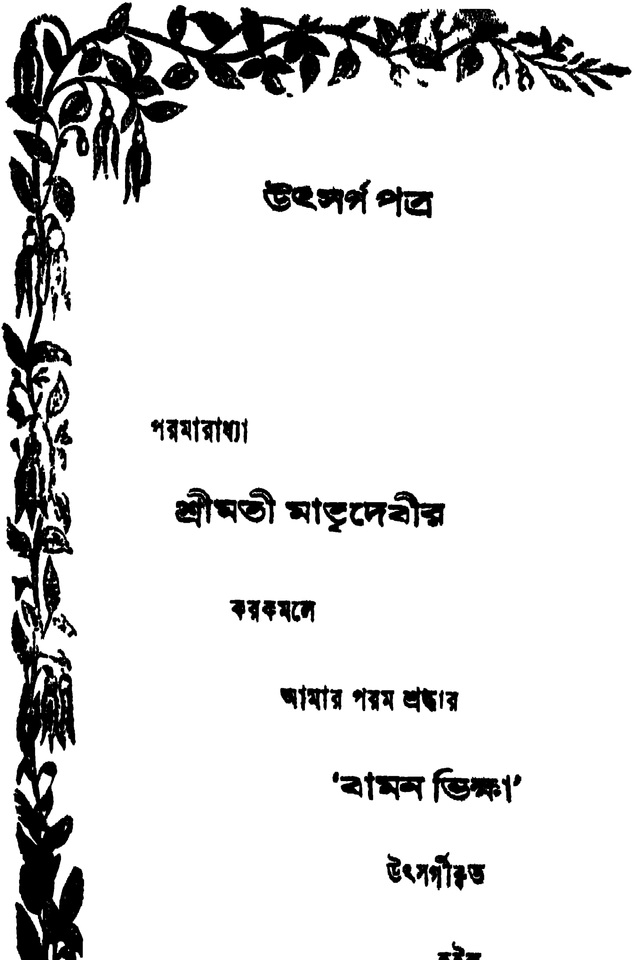
প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী

৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—
সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী
৩০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীরাজেন্দ্রলাল সরকার,
"কাত্যায়নী মেসিন প্রেস"
২৬ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



উৎসর্গ পত্র

পরমারাধ্যা

শ্রীমতী মাতৃদেবীর

করকমলে

আমার পরম শ্রদ্ধার

'বামন ভিক্ষা'

উৎসর্গীকৃত

হইল

অমরবালা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ

বামনদেব, নারায়ণ, কশ্যপমুনি, বলিরাজ, বলিরাজ-পিতামহ প্রহ্লাদ
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য, সদানন্দ (জনৈক সিদ্ধভক্ত), কর্ণধার, ব্রহ্মা
শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, সত্যপীর, জগন্নাথ (দেবতাগণ), বরুণ,
কুবের (দিক্‌পালগণ), নারদ, সনক, সনাতন, সনৎকুমার,
সনন্দ প্রভৃতি (ঋষিমণ্ডল). দৈত্য-সেনাপতি, দৈত্য-
সৈন্যগণ, বিষ্ণুদূতগণ, ব্রাহ্মণগণ, নাগরিকগণ,
দ্বারবান্‌দ্বয়, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতি ভিক্ষুকগণ,
ঢাকী, সশিষ্য তান্ত্রিকগুরু, বোষ্টম
বোষ্টমী চতুষ্টয়।

স্ত্রী

লক্ষ্মী, কশ্যপপত্নী অদিতি, রাজ্ঞী বিন্ধ্যাবলী, ধরিত্রী, ভগবতী,
সরস্বতী, জয়া, শান্তি, মা কালী, মঙ্গলচণ্ডী (দেবীগণ)
ব্রাহ্মণীগণ, মুনিপত্নীগণ, দৈত্যরমণীগণ, অষ্টসখিগণ,
ধাত্রিমাতা, জনৈকা বৃদ্ধা দাসী।

ভূমিকা

'বামন-ভিক্ষা' বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় রচিত একখানি ছোট দৃশ্য কাব্য। বাঙ্গালীর ঐহিক, পারত্রিক সকল মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, জননী বঙ্গভারতীর চরণ-সরোজে বঙ্গীয় কুলললনা কর্ত্তৃক ইহা শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত উপহৃত একটি নূতন অর্ঘ্য। এই অপূর্ব্ব অর্ঘ্যে ভগবতী বঙ্গভারতীর চরণকমল সুশোভিত হইবে, সুতরাং সহৃদয় বাঙ্গালীর নিকট 'বামন-ভিক্ষা' যে আদর ও গৌরবের সহিত অভিনন্দিত হইবে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

পৌরাণিক ধর্ম্মময় আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকর্ত্রী এই দৃশ্য-কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে বামন-ভিক্ষার গূঢ় রহস্য দার্শনিকভাবে বিবৃত হইয়াছে; উচ্চ দার্শনিকতার কর্কশভাবের গন্ধমাত্রও ইহাতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত সুকবিজনোচিত নব-নবোন্মেষ-শালিনী কল্পনার লালিত্যে ও সরস পদবিন্যাসে ইহা কঠিন দার্শনিক সিদ্ধান্তকেও কোমল এবং সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়াকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণে এই অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র নাটকের রচয়িত্রী সর্ব্বথা বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাবর্গের ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক বামনাবতারের অন্তর্হিত গূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্যের উদ্ভেদ-পূর্ব্বক সরস নাট্যাকারে প্রকাশ করিবার জন্য গ্রন্থরচয়িত্রী যে নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সহৃদয় পাঠক পাঠিকাবর্গের যে অনুমোদনীয় হইবে, ইহা আমি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করি না।

মোহান্ধ জীব অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত দুর্ব্বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই আপনাকে স্বতন্ত্র কর্ত্তা, ভোক্তা ও প্রভু বলিয়া বিবেচনা করে, এবং তন্মূলক দুরভিমানে বিবেকান্ধ হইয়া, নিজের মঙ্গলের পথে নিজেই অজস্র কণ্টক-বিন্যাস করিয়া থাকে, এবং তাহারই ফলে পরিণামে নিরতিশয় দুঃখ এবং নিরবধি অশান্তি ভোগ করিয়া থাকে। এই ভাবে অনর্থময় সংসার-সমুদ্রে নিপতিত মোহান্ধ জীব যদিও কদাচ প্রাক্তন সৌভাগ্যের বশে শাস্ত্রবিহিত যাগ, দান বা হোমাদিরূপ শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তথাপিও মোহের বশে, বিবেকের অভাবে ও কামনার তাড়নায় তাহার সেই সকল শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান প্রায়ই পরিণতি-বিরস হইয়া পড়ে। এইরূপে সংসার-আবর্ত্তে পড়িয়া যখন ভ্রান্ত জীব নিরাশ ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে, সেই সময় পরমকরুণানিধান শ্রীভগবান্ অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহার সকল অনর্থ দূর করিয়া দেন, এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃসম্পদের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহার

জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভাগবতী করুণার অপ্রাকৃত বিকাশ-রহস্যই বামন-ভিক্ষার মূল প্রতিপাদ্য। এই গ্রন্থে ইহা অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, পৌরাণিক পাত্র-চরিত্র-অঙ্কন ব্যাপারে গ্রন্থকর্ত্রী যেরূপ প্রাচীন আদর্শকে সমুজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিয়া সাম্প্রদায়িক ধারাবাহিকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই-রূপই তিনি কাল্পনিক পাত্রগণের অপূর্ব্ব চিত্র-সমাবেশ দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাব-মাধুর্য্য এবং প্রকৃত-রস-পরিপুষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা বিষয়েও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সিদ্ধভক্ত সদানন্দ তাঁহার দার্শনিক ভাবপ্রবণ কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, শ্রীবামনদেবের সহিত এই সদানন্দের কথোপকথনটি বড়ই উপভোগ্য ও বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। জ্ঞান ও ভক্তির পরিণতিদশায় ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর ব্যবহার যে লোকাতীত মাধুর্য্যকে সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা এই কথোপকথন-প্রসঙ্গে এমনি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, যে তাহা পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক মাত্রেরই হৃদয় বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া পড়ে।

অপাঠ্য, কুপাঠ্য ও দুষ্পাঠ্য রাশি রাশি নাটক নভেলের এই একচ্ছত্র রাজত্বের যুগে, এই সরস ও সদাদর্শমণ্ডিত আধ্যাত্মিক নাটক লিখিয়া যিনি জন-

সাধারণের মধ্যে সমাজহিতকর ধর্ম্মচিন্তার মধুর স্রোত পুনঃ প্রবাহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, হিন্দুগৃহিণীর আদর্শ সেই শিক্ষিত বঙ্গ-কুল-ললনা, আস্তিক বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে যে বিশেষভাবে ধন্য-বাদার্হা তাহা কে না স্বীকার করিবে ?

২-বি, অন্নদা ব্যানার্জীর লেন, ভবানীপুর।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

বামনভিক্ষা

প্রথম অঙ্ক

প্রস্তাবনা

দৃশ্য—বৈকুণ্ঠ

অনন্ত শয্যায় নারায়ণ, পদসেবারতা লক্ষ্মী ;

[অষ্টসখীগণের নৃত্য ও গীত]

গীত

হের লো শোভা—মধুর মিলনে,
হৃদয়ে হৃদয়ে—নয়নে নয়নে
উছলিত ভাতি—
প্রেম মূরতি,
প্রকটিত ভাব ভাসে ত্রিভুবনে ;
প্রেম অভিলাষী
সদা সুখে ভাসি,
প্রেম তরঙ্গ—মধুময় হাসি
জগদ্‌বাসী চিত-সরোজ ধ্যানে ॥

নারায়ণ। একি ভাব বদনে প্রেয়সি ?
কারণ-সলিলে যবে—মগ্ন চরাচর,

প্রকৃতির গুণক্ষোভ—নির্গুণ নিশ্চল,
শুদ্ধ-শান্ত-নির্ব্বিকার, শুধু নিরাময়—
হৃদিমাঝে তুমি তথা আনন্দদায়িনী।
'চিত' সঙ্গে কেলি রঙ্গে বিকাশি আপনা—
প্রকাশিলে, শোভাময়ি! অনন্ত আধার;
ভাতিল অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ—জ্যোতিষ্কমণ্ডলে!
হৃদি-বিনিময়-লীলা—মানবসংসার।
ব্যাপিত-ব্রহ্মাণ্ড-শ্রী শ্রীমুখপঙ্কজে,
কেন তাহেঁ হেরি প্রিয়ে বিষাদের ছায়া?
কোন্ অজানিত তাপে তাপিত হৃদয়?
প্রকাশিয়া, শোভাময়ি! কহ বিবরণ।

লক্ষ্মী। কিবা অগোচর নাথ এ তিন ভুবনে?
কমলনয়ন যাঁর—সদা 'স্বপ্রকাশ',
কি 'প্রকাশ' শোভা পায় তথা গুণমণি?
মথিয়া পয়োধি-হৃদি—করিলা সৃজন
সে কারণ—শোভে দাসী ও রাজীব পদে।
কি বা ভয় ছায়া হেরি? হে অভয়-দাতা!
অখিল সংসার যাঁর বাঁধা প্রেমডোরে।

নারায়ণ। হের, দেবি! ধরা সহ দেব ঋষিগণ
আসিছেন দর্শনে আমার
বুঝি কোন নিগূঢ় কারণে
হেথা আগমন সবাকার।

ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, বরুণ, সনক, সনাতন, সনৎকুমার,
সনন্দ, নারদ, সদানন্দ ও মলিনবসনা ধরিত্রীর বন্দনা
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত

নিত্য—নিরঞ্জন হরি!
ভুবন-পাবন   ভুবন-মোহন
প্রাণময়—গোলোক-বিহারী;
অজ্ঞান-নাশন   জ্ঞান-রঞ্জন
বন্দিত-দেব-নর—অনুসারি!
শরণাগত-পালন   ভকত-জীবন-ধন
জয়, জয়, মুরহর—মুকুন্দ মুরারি।

সনক। দেব! বহু যুগ যুগান্তর করি আরাধনা—
ওহে, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু!
পুরিল বাসনা আজি,
দেবতাদুর্ল্লভ শ্রীপদপল্লব—হৃদিপদ্মে
করিয়া ধারণ।
প্রভো! তোমারি কৃপায়—
হেথা আগমন সবাকার।
হে অন্তর্যামি! তাপহারি!
সফল কামনা আজি
সর্ব্ব-কর্ম্মফল-দাতা নেহারি নয়নে।

সনৎকুমার। ত্রিলোক স্থাপিত, দেব! চরণে তোমার।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অনন্ত আধার !
নিত্য-ধ্যেয়-পরমাত্মা ! অনন্তস্বরূপ !
অনন্ত-কারণ, প্রভো, জগতের-পতি !
হে শ্রীপতি ! রেখ পদে
তব কৃপাবলে ।

সনাতন । বহু রূপ ধরেছ—শ্রীহরি !
অণু পরমাণু আদি অনন্ত বিরাট ।
অন্ত কেহ নাহি পায়—হে অনন্ত তব !
কিন্তু হরি—বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ !
চিত-মুগ্ধ হেন শোভা তুলনা রহিত ।
একাধারে পুরুষ প্রকৃতী—
প্রেমানন্দ-রতি !
আনন্দ-সংহতি ! রাজ হৃদিপদ্ম মাঝে ।
দয়াময় ! দয়া করি থাক মোর
হৃদয়ে নিয়ত ।

সনন্দ । চরাচর—জগৎ সংসার,
সবে পূজে তব শ্রীচরণ ।
ওহে—দেবতা-বাঞ্ছিত ধন !
দাস বলে রেখ—হরি
চরণে তোমার ।

নারদ । হে মুরারি ! তব পদ স্মরি
ভ্রমিলাম ত্রিভুবন ;

হে ভুবন-পাবন ! হেরিলাম, হরিগুণ-গান-
দ্বেষী যত দৈত্যগণ,
এ তিন ভুবনে—নিজ রাজ্য করিয়া স্থাপন
ইচ্ছামত ভোগসুখে রত সদা।
ওহে ইচ্ছাময় ! হের—ত্রিদিব-ঈশ্বর
নিরাশ্রয় এবে,
কাতরে শরণাগত ও রাজীব-পদে।
হের দেব! বসুমতি—ত্রিতাপে তাপিত অতি;
দীনা, ক্ষীণা, কাতরে করুণা যাচে
ও রাঙ্গা চরণে।
মুনি-ঋষিগণ—দৈত্য-ভয়ে ব্যাকুল-
অন্তর সদা, গিরিগুহা বাসস্থান।
ওহে—শ্রীনিবাস ! মন-আশ কর পূর্ণ
কাতর সন্তানে।

সদানন্দ। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া)
বন্ধু ! বন্ধু !—জগতের বন্ধু তুমি ;
কিন্তু তুমি—প্রাণ-সখা মোর।
নাহি জানি ভজন পূজন,
নাহি জানি বেদগান—তন্ত্র মন্ত্র ধ্বনি,
স্তব, স্তুতি—ধ্যেয়, ধ্যান—সকলি তোমার
এক মাত্র তুমি—এই, অনিত্য সংসারে।
'সগুণ' 'নির্গুণ'—তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ,

ভীষণ মধুর তুমি—প্রলয়পয়োধি,
'সকাম' 'নিষ্কাম' তুমি—সকলি আমার !
সুধাময় ! সুধাময় !
অতি প্রিয়—অতি প্রিয় !
প্রাণ-বন্ধু মোর ।

নারায়ণ । (উত্থিত হইয়া সদানন্দের হস্তাধরণপূর্ব্বক)
বন্ধু ! বন্ধু ! সখা ! সখা !
(নারদের প্রতি)
হে নারদ ! ভক্তি-পণে বদ্ধ সদা আমি,—
ভক্ত মোর প্রাণ ;
ভক্ত ছাড়া তিলার্দ্ধ না রহি কভু ।
মোর ভক্ত—বলিরাজ দৈত্যকুল-পতি,
একচ্ছত্র রাজ্য করে ল'য়ে ত্রিভুবন ।
যাব আমি মর-মাঝে
ভক্ত সঙ্গে প্রেমরঙ্গে খেলিতে বামনলীলা ।
(ইন্দ্রের প্রতি) ত্যজ ক্ষোভ ত্রিদিব-ঈশ্বর !
আছে অল্পদিন,
দুঃখ অবসানে—আসিবে সুদিন পুনঃ ;
যাহ সবে নিজালয়ে ।
[সকলে লক্ষ্মী নারায়ণকে প্রণাম করিয়া
জয় ! জয় ! ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু
দয়াময় হরি ।
[নারদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান

বীণাযোগে নারদের গীত।

গীত

হরিগুণ-গান
গাও আমার প্রাণ,
আনন্দে ঝঙ্কার বীণা—ত্রিভুবনে তোল তান;
হরি প্রেমে—আনন্দ অপার।
প্রেমে পূর্ণ পারাবার;
ওরে নাইরে জরা,—নাইরে মৃত্যু,
আনন্দ অপার—ওরে হরি আমার আনন্দ-আধার।
ওরে—হরি বোলে—বাহু তুলে,
আমি নেচে বেড়াই সর্ব্বস্থান॥

[নারদের প্রস্থান

সখীগণের নৃত্য ও গীত

গীত

যাব সই—সাধের ভুবনে,
সেথা ভাস্‌বো সবে—প্রেমের তুফানে
সেথা ধর্‌বো সবে—ইচ্ছামত কায়,
ফলে, ফুলে, জলে—কিবা মধুর হাওয়ায়,
রূপে, রসে, গন্ধে ভরা-স্পর্শে, গগনে—
সেথা—মহাভাবের মহালীলা
হের্‌বো—নয়নে।

— — —

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—কশ্যপ মুনির আশ্রম।

(অদিতির প্রবেশ)

অদিতি। আহা! ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের
দিক্‌পাল—সন্তান আমার;
কায় মন ঋষিপদে করি সমর্পণ
পুত্ররূপে লভিয়াছি দেবতা সকলে।
স্বর্গরাজ্যে রাজ্যেশ্বর ছিল পুত্রগণ,
সফল কামনা আশে—পূজে মর্ত্তাবাসী।
কিন্তু হায়,—অভাগিনী আমি;
স্বর্গচ্যুত করিয়াছে সপত্নী-তনয়ে,
—হইয়াছে পুত্রগণ দীন ভিখারী।
আহা! মণি-মরকতময় সুরম্য প্রাসাদে
সুলক্ষণা শচী সহ স্বর্ণ-সিংহাসনে
যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধরে নিয়ত সেবিত;
হায়! হায়! বৎসগণ ভোগ-সুখ হারা।
ঐরাবত গজাসনে—বজ্র ল'য়ে করে
শত-সূর্য্য-দীপ্তিমান ভ্রমিত নন্দন,
আনন্দে হেরিত যবে নর-বাসিগণ,
উল্লাসে ভাসিত এই মায়ের অন্তর।
কুসুম-কানন-শ্রেষ্ঠ নন্দন-কাননে
আনন্দে ভ্রমিত পুত্র সখীগণ সহ;

সম্বতনে পারিজাত-কুসুমের মালা
পরাইয়া দিত কণ্ঠে দেবাঙ্গনাগণ।
আহ্বানি নৃত্যসভা—মুনি ঋষি সহ
একাসনে বিরাজিত প্রাণপুত্র মোর ;
উর্বশী, মেনকা, রম্ভা নৃত্যগরীয়সী
কলাবিদ্যা-মুগ্ধ-রত করিত সকলে,
স্বর্গসুখ-ভোগ-রত নন্দন আমার ;
এবে, হায় ! মর-মাঝে ধরি জীবাকার
পশু-পক্ষি-রূপে গুপ্ত কানন মাঝারে।
হায় ! হায় ! কি করি, কি করি,
শতধা বিদীর্ণ বক্ষ সন্তানপীড়নে ;
অভাগিনী মাতা আমি—বিফল জীবনে
নয়নের নীরে ভাসি যাপিতেছি দিন।
(পতির উদ্দেশে) কোথায় রয়েছ—প্রভু, রমণীর গতি !
এস দেব, হের তব সন্তান-দুর্গতি ;
অসহায়া নারী আমি—নাহিক উপায় !
কাহারে জানাই ব্যথা তব পদ বিনা !
ব্রহ্ম জ্ঞান, ব্রহ্ম ধ্যান, প্রাণ ব্রহ্মময়,
আনন্দসাগরে মগ্ন—আছ দিবা নিশি ;
কিন্তু আমি পত্নী তব,—তুমি বিনা মোর
তরিবারে ভব-সিন্ধু, আর নাহি কিছু।

[অধোবদনে উপবেশন

(ধীরে ধীরে কশ্যপ মুনির প্রবেশ)

কশ্যপ। করুণ ক্রন্দন—পশে, শ্রবণ-বিবরে !
ধ্যান-মাঝে মগ্ন আমি আনন্দ-সাগরে—
ভেসে আসে দুঃখ-রাশি—লহরীর সনে
—কাতর আকুল কণ্ঠে ধ্বনি বার বার,
নিরুপায় রাখ বলি !—বুঝিতে না পারি কিছু !
(পত্নী দর্শনে)
একি ! একি ! প্রিয়া মোর কেন অধোমুখে ?
(হস্তধারণ পূর্ব্বক)
প্রিয়ে ! প্রিয়ে ! কেন দেখি মলিন তোমায় ?
পিতা যার দক্ষ প্রজাপতি,
ইন্দ্র, চন্দ্র, দিক্‌পাল সন্তান যাহার—
প্রাণসম প্রেয়সী আমার !
মলিন তাহারে হেরি
বিদরে হৃদয় ;
কহ, দেবি ! কারণ ইহার।

অদিতি। (কশ্যপকে প্রণাম করতঃ)
নাথ ! নাহি আর দুঃখমাত্র-লেশ,
মধুর পরশে তব—যাতনা শীতল ;
সর্ব্ব-পাপ-মুক্ত—আজি, পুণ্য দরশনে।
দেব ! বহু দিন করি নাই চরণ-দর্শন,
সে কারণ, বিষাদিনী পুত্রগণ সহ।

দেখ তব পুত্রগণ পশুপক্ষি-রূপে
মরু-মাঝে করে বাস নিভৃত কাননে,
অনশনে,—কিম্বা তৃণ-বারি মাত্র সার ;
সে কারণ কাঁদি নিত্য তব পদ স্মরি।
স্বর্গ-রাজ্য-ভোগ-সুখে কুসুম-আকারে
দীপ্ত,—প্রকাশিত ছিল নন্দন আমার,
দেখ এবে—পঞ্চভূতাত্মক দেহ করিয়া ধারণ,
জন্ম, মৃত্যু, তাপ-সনে জড়িত হয়েছে ;
সে কারণ দগ্ধ হয় মায়ের অন্তর।
দেব ! কৃপাময় ! নিজগুণে কর কৃপা
অধিনীর প্রতি।

কশ্যপ। দেবি ! আমি কিরে নিমিত্ত কারণ ?
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—যাঁহার ইচ্ছায় হয়,
যিনি এই জগৎ-কারণ,
ইচ্ছায় যাঁহার—সুখ-দুঃখ করে ভোগ
এ জীব-জগৎ,
তাঁহার চরণ বিনা—
সাধ্য আছে কার
বিধি-লিপি করিতে খণ্ডন ?
প্রিয়ে !—নাহি কিছু অস্তিত্ব আমার ;
'কশ্যপ'—নামমাত্র সার,
হরি বিনা কিছু নাহি জান।

কালক্রমে জন্ম-লাভ করে জীবগণ,
পাপ পুণ্য কর্ম্ম সহ সুখ দুঃখ ভোগ ;
কর্ম্ম অবসানে—পুনঃ যায় মৃত্যু-মুখে।
কেবা মাতা! কেবা পিতা কার!
বৃথা—মাত্র মোহের বন্ধন ;
দেব-দেহী শ্রেষ্ঠ-জন্ম তব পুত্রগণ,
কাল-গতে—নাহি রবে আর।
ক্ষীরোদসাগরে মত্ত লক্ষীনারায়ণ
সৃজিলেন স্বয়ম্ভুরে মৃণাল কোরকে ;
সেই ধাতা - কল্প অবসানে, পুনঃ
হবে ব্রহ্মে লীন।
জন্ম-মৃত্যু-বিবর্জ্জিত, অখণ্ড, অজর,
ক্ষয়, লয়, উপাধি রহিত
এক মাত্র—পরব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান ;
যুগ-ধর্ম্ম, কাল-স্রোত—তাঁহারি অধীনে।
অতি ক্ষুদ্র মোরা—সবে জল-বিম্ব-সম ;
বৃথা কেন ধর তাপ বাসনার বশে ?

অদিতি। প্রভু! নারী আমি—অন্ধ জ্ঞান-আঁখি মম
সন্তান-স্নেহের ধারে প্লাবিত হৃদয়,
—ভেসে যায় উপদেশ রাশি।
প্রভু! প্রভু! ক্ষম অপরাধ—
বুঝিতে না পারি কিছু,

অন্ধ সম জীবন আমার !

কশ্যপ । (স্বগতঃ) সত্য, দেবী সন্তান-জননী—
জগজ্জননী তারা ! মাতৃ-স্নেহ-রূপা !
সেই রূপ জাগে নিত্য মাতার হৃদয়ে ।
অন্ধ সম মুগ্ধ,—আহা ! তর্ক-শাস্ত্র, যুক্তি, তথা
না করে প্রবেশ ।
(প্রকাশ্যে) দেবি ! সর্ব্ব-মঙ্গলময়
অনন্ত পুরুষ—
মঙ্গল কামনা কর তাঁহারি চরণে,
এক মনে । আশা তৃষ্ণা করিয়া বর্জ্জন
কায় মন প্রাণ করি সমর্পণ
কর সার শ্রীহরিচরণে ।
দেব দ্বিজ অনাথাকে দেহ রত্ন দান—
বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য সতী সাধ্বীগণে ;
অন্ন দধি দুগ্ধ ঘৃত মিষ্টান্ন ভোজনে
ভক্তি-ভরে তোষ সবে—হরিতোষ লাগি ।
দ্বাদশ দিবস কাল, কঠোর-সাধনা
পয়োব্রত, শুচিব্রতে ! কর উদ্‌যাপন,
কাম্যফল হবে পূর্ণ—
হরিকৃপা-বলে ।

অদিতি । তব বাক্য শিরোধার্য্য মোর,

তোমারি শ্রীপদ পূজি পাব 'পূর্ণ-পদ'।
চল প্রভু—আশ্রম ভিতরে।

কশ্যপ। চল প্রিয়ে—মম শান্তিময়ী।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—আশ্রমস্থিত মন্দির
শ্রীশ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত
কাল—প্রভাত
দিগঙ্গনাগণের সঙ্গীত

গীত

পূরব রাগে—নব অনুরাগে
সাজিল সুন্দর—গাহিল বিহগে।
হেম-উষাবাসে—
দিক প্রকাশে,
লাজ-নয়ন, আহা! আধ পরকাশে।
নীহার-হারে
বনফুল ভারে
অনিল-বিকম্পিত—পুলকে শিহরে।
রঞ্জিত ভূধর,
শিখর—প্রান্তর,
হাসিল সাগর—নবীন সোহাগে।

[প্রস্থান

(অর্ঘ্যহস্তে অদিতির প্রবেশ ও শ্রীবিষ্ণুচরণে
প্রদান করতঃ অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া)

গীত

ত্রিলোক-সম্পদ্-পদ—দেহ হৃদি-মাঝারে
আমি ত্রিনয়ন মুদে কৃষ্ণ
—ধরিব এ আধারে ;
তোমায় আমায় নিশিদিনে
রব হরি সুখাসনে—
সুখের লহরী মাগা
বহিবে—আনন্দ সাগরে ;
তুমি হবে মম প্রাণ—
আমি হ'ব. হরি !—তোমার মন—
মন প্রাণ এক করি
মিশিব হে 'এক'-আকারে ।

কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! দয়াময় !
দাসীর প্রতি দয়া কর ।

[শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব ও অদিতির প্রতি]

বিষ্ণু । পয়োব্রত উদ্‌যাপনে—অতি প্রীত আমি ;
সন্তানগণের তব দুঃখ বিমোচনে
গর্ভে তব জনমিব—বামন-আকারে ;
স্নেহধারা বক্ষে তব, পয়োধারা-পানে—
পরিতৃপ্ত, হব গো জননি !
যাহ, সতি ! পতি-সন্নিধানে ।

[বিষ্ণুর অন্তর্ধান

(কশ্যপের প্রবেশ)

দেবি !—প্রাণে তব হয়েছে কি আনন্দ অপার,
পূর্ণানন্দে, পয়োব্রত করি উদ্‌যাপন ?

অদিতি। দেব ! তোমারই কৃপায় লভি
অপার আনন্দ।
করযোড়ে নারায়ণে ডাকি হৃদিমাঝে,
হেন কালে—আবির্ভূত চতুর্ভুজরূপে
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী।
মাতা বলি সম্বোধন করিয়া দাসীরে
কহিলেন,—গর্ভে তব জনমিব বামন আকারে।
দেব ! দেব-লীলা নহি অবগত ;
বিস্ময় পুলকে পূর্ণ অন্তর আমার
কহ, দেব ! কি বা এই লীলা ?

কশ্যপ। সাধ্বি ! ভক্তিমতী তুমি লো সুন্দরি !
জগত-আধার দেব—তোমার জঠরে
অবতীর্ণ হইবেন বামন-আকারে।
ধন্য ! ভাগ্যবতী পত্নী তুমি—অতি ভাগ্যবান আমি,
— সার্থক তোমার পূজা জগত-মাঝারে।
শুচিস্মিতে ! এস সাথে,
বসন-ভূষণে—
সাজাইব আজি তব তপঃক্লিষ্ট তনু।

[হস্তধারণপূর্ব্বক প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(পার্ষদ-বেষ্টিত সিংহাসনে বলিরাজ উপবিষ্ট)

বলি। ত্রিভুবন রাজ্য মোর; অতুল সম্পদ্,
কীর্ত্তি, যশ—আছে বংশগত;
সেই বংশে দৈত্যকুলে জনম আমার,
রাখিব অতুল কীর্ত্তি জগত্-মাঝারে।
দান-সভা করিয়া রচনা—
দেব দ্বিজ করিব আহ্বান;
দান-ধর্ম্মে হব ব্রতী কল্প-তরু সম।
দেহ ডঙ্কা, নগরে নগরে—
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র আদি করি
নব-শাখ সম্প্রদায়ে,—নীচজাতি জনে
—অকাতরে দান মোর করহ ঘোষণা।

১ম সভাসদ। রাজন্! ব্রাহ্মণের চতুঃশাখা হয়েছে গঠন
সাম-বেদী ব্রহ্ম রত ব্রাহ্মণ সকলে
করে বাস গিরি-গুহা মাঝে।
ঋগ্-বেদী কর্ম্ম-রত, নগর-প্রান্তরে
করে বাস,—গৃহস্থের নিত্য-কর্ম্ম লাগি;
যজুর্ব্বেদী—যথা তথা করয়ে ভ্রমণ

ভোগের বাসনা আশে, দেবী-যজ্ঞ করিয়া
আশ্রয় ;
অথর্ব্ব-বেদীর বাস শ্মশানে মশানে,
অনাচারী—অনাচারে বায়স-প্রকৃতি।

বলি। সর্ব্ব স্থানে—সমভাবে, জানাও সকলে,
আগামী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে—
ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের মাঝে, সঙ্কল্প আমার,
—দান ধর্ম্মে হব ব্রতী, সায়াহ্ন পর্য্যন্ত :
পশ্চিমে নির্ব্বাণ হ'লে শেষ রশ্মিরেখা
কর্ম্ম মোর হবে অবসান ;
এই সত্য প্রচার করহ সর্ব্বস্থলে।

২য় পার্ষদ। যথা আজ্ঞা মহারাজ !

(সকলে দণ্ডায়মান হইয়া)

জয়, রাজাধিরাজ মহারাজ
বলিরাজের জয় !
জয়, কীর্ত্তি-বংশোদ্ভব, দান-ধর্ম্মে ব্রতী
বলিরাজের জয় !

বলি। এস সবে—শুভকার্য্য
সম্পন্নের লাগি।

[সকলের প্রস্থান

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—গৃহাভ্যন্তর

(ভৃত্যদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম। ওরে! কাণ্ডটা কি বুঝলি, বল্ দেখি?

২য়। এই কীৰ্ত্তি—কীৰ্ত্তি-ই শুন'ছি। কীৰ্ত্তিটা যে কি,—তা ত বাপের কালেও জানিনে!

১ম। তুই যে বোকা, কথার ভাব ধর্‌তে পার্‌লিনে।

২য়। তুই-ই কি পেরেছিস্?

১ম। তবে আর বল্‌ছি কি। কথাটা হচ্ছে এই, বলিরাজা—ঘর বাড়ী, আসবাব পত্তর, টাকাকড়ি, এই রাজ্যি—পাট্টকে-পাট্ট বিলিয়ে দিয়ে, লেংটি পরে গাছতলায়—গে' ব'সে থাক্‌বে।

২য়। বলিস্ কিরে! মাইরি! সব বিলিয়ে দেবে? রাণীটাকেও দেবে?

১ম। দূর ব্যাটা 'ভ্যাগাবণ্ড'! রাণীটা কি বিলোয় রে? সেটা যে ওর কল্‌জে!

২য়। হুঁ হুঁ—তাইত বলি, তবে আর—কি বিলনো হ'ল বল্? আচ্ছা, দাদা! এ সব রাজ্যিপাট্ট কাকে দেবে বল্‌ত? আমাদের দু-জনারে দেয় না?

১ম। যদি দেয়—তুই কি করিস্?

২য়। তা'হলে তোরেই যখন দাদা বলেছি, তখন

তোরেই রাজা করি—আর আমি তোর পাশে রাণী হয়ে—

১ম। দূর ব্যাটা গর্দ্দভ! তুই যে মদ্দ মানুষ। মেয়ে হলে রাণী হ'তিস্। আমার যে ইস্তিরী আছে তেনারেই রাণী হতে হবে।

২য়। তা হোক্‌গে তোর রাণী,—এখন টাকাকড়ি কি বখ্‌রা হবে বল্‌ত? তোর অর্দ্ধেক, মোর অর্দ্ধেক,—কি বলিস্?

১ম। ওরে বোকা আমাদের কি রাজ্যি দেয়—যে, ভাগ বসাচ্ছিস্?

২য়। এঁ্যা তবে? তবে কারে দেবে?

১ম। তবে আর বল্‌ছি কি! শুন্‌ছিস্ ত, আজ চারি দিন ধরে আট্‌টা ঢাকী ডেকে, গেরাম গেরাম ঢাক ডাকালে—কেবল বল্লে, কল্পতরু! আর কল্পতরু!

২য়। তার মানেডা কি? আমাদের কি দেবে, আগে তাই বল্ দেখি।

১ম। রম্ভা—রম্ভা। তাড়িয়ে দেবে।

২য়। বলিস্ কিরে? তবে নে,—আয় এই বেলা যা পাই হাতিয়ে পালাই, চ!

১ম। ভ্যালা মোর ভাইরে!—ঐ লেগেই তো তোরে পেরাণের ভাই বলি!

যেমন রেমোর ভাই লক্ষুণে ছিল, তেমনি তুই মোর

ভাই। লক্ষুণের বুদ্ধিতে রেমো রাজা হ'ল, আর তোর বুদ্ধিতে আমি বাদ্‌সা হব। ভ্যালা বুদ্ধি তোর রে লক্ষুণে, আয়—নে নেঁ—

(সিন্ধুক উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক উভয়ে দ্রব্যাদি গ্রহণ করতঃ)

১ম। নে নে,—চল্ চল্, দুই ভেয়ে পালাই, চল্; —যেন রেমো লক্ষুণে বনে পালাচ্ছে।

[উভয়ের পলায়ন

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(বৃদ্ধা দাসীর প্রবেশ)

দাসী। হে মা,—চাকরগুলা যে সকাল হতে কুথাকে উধা হইছে, একটিও কাজকে নাই—আমি কত করি, কত খাটি বল্‌ত মা! রাজা-বাবা, রাণী-মা, ত ধম্ম। লৈয়া রইল, মোর কথাডা কে শুনে। আবার লোকরা কি কয়? —তা'রা কয় যে, এতগুলো জিনিস পত্তর,—সবই যে যা চাবে, রাজা তাকে তা'ই ঢেলে ঢেলে দিবে; তবে আমরা কি খাব গো—কি নিব গো! কে জানে! এই--একা ঘরে ঘটা-টা বাটী-টা কাপড়-টা চুপড়-টা—(সংগ্রহে প্রবৃত্ত)

(ধাত্রীর প্রবেশ)

দাসী। (সভয়ে) ও মা! ধাই মা,—তুমি আইছ মা, বাঁচ্‌নু মা, হেইত মা, ঘরকন্না মা—গুচাচ্চি, এলোমেলো জিনিস পত্তর গুটাতে নেগেছি মা।

ধাত্রী। সাবধানে গৃহ-দ্বার রুদ্ধ করি রাখ ;
মহাব্রতে ব্রতী এবে রাজা-রাণী দোঁহে।
যজ্ঞ কর্ম্ম অবসানে
বিশ্রাম কারণ
গৃহ-মাঝে আসিবেনা পুনঃ।

দাসী। হেঁ মা,—হেঁ। সেই লেগেই ত মা গুটাচ্ছি ; তা—হেঁ মা তবে লোকে কইতিছে যে এনারা দান ধম্ম্য দিয়া গরীব হইয়া রইবে। কথাটা কি গা মা। আমি কিচ্ছু মনুকে লিতে পারুছি না, কও ত মা।

ধাত্রী। কেন গরীব হবেন!—তা'ও কি হয়!
সত্য পথে মন যার সদা বদ্ধ রয়,
অকপট দানে পুণ্য সঞ্চয় নিশ্চয় ;
পুণ্য-বলে সুখভোগ—নাহিক সংশয়
পাপ কর্ম্মে—বহু দুঃখ, বহু কষ্ট হয়।

দাসী। হৈত—যা কইছ মা—তাইত কইছি মা—তেনারা ধম্ম্য লইয়াই রবে, কেনে গো গরীব হতে যাবে। সত্তুরানুরা গরীব গুরুবা হোক্। তা মা তুমি যাও।

ধাত্রী। এস ত্বরা, মহা কার্য্য সম্মুখে সবার ;
বিলম্ব না কর আর,
যাই আমি যথা রাজা-রাণী!

[ধাত্রীর প্রস্থান

দাসী। (বক্ষে হস্ত দিয়া) বাপ্‌রে বাপ্! বুকটা দুর্ দুর্ করে বটে। ঘটী বাটী দুটা নিব মনকে কর্‌ছি, আর দাই মাগীটা উইড়া আইলো, মাগী কি ডাইনী—না জুগ্‌নী লো, বাপ্। (চিন্তিতভাবে) কিন্তু হৈ যে কথাটা কইয়া গেল, কথাটা কাণের ভিতর বল্‌তিছে; মা—কি করি মা—পাপে কষ্ট, পাপে কষ্ট (করযোড়ে) হে ধর্ম্ম, হে ধর্ম্ম! বুড়া হইছি, ধর্ম্ম! আর পাপ দিওনি ধর্ম্ম। চুরি পাপ, চুরি পাপ, না—না—আর দিওনি, আর দিওনি—হে ধর্ম্ম! হে ধর্ম্ম।

[বেগে প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—রাজবাটীর সম্মুখস্থ রাজপথ

(দৈত্যনাগরিকদ্বয়ের একে একে প্রবেশ)

১ম দৈত্য। ভায়া! এই পথে—, এই—পথে।

২য় দৈত্য। সকাল হ'তেই ত ঘোরাচ্ছ দাদা! পথ খোঁজা, তোমার কর্ম্ম নয়। বুড় হয়েছ, ভুল পথে যাচ্ছ।

১ম দৈত্য। আর কি করি বল, জ্বালা ধর্‌লেই এই রকম ঘুর খেতে হয়।

৩য় দৈত্য। সকালবেলা দাদার এত গাত্রদাহের কি কারণ! লক্ষণ খারাপ দেখ্‌ছি!

১ম দৈত্য। আর ভায়া—প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত। দিন নাই, রাত নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই—

২য় দৈত্য। বল কি! কতদিন থেকে এ অবস্থায় কাটাচ্ছ?

১ম দৈত্য। সেই যে দিন স্বর্গে পারিজাত বাগানে গিয়েছিলুম।

৩য় দৈত্য। আঃ দাদা! ইন্দ্র ব্যাটা বাগানটা যা ফলিয়ে রেখেছিল! মনের সাধে ডাল ভেঙ্গে—ফল পেড়ে—ফল ছিঁড়ে তছরুপ ক'রলাম। ব্যাটা সেখানে দাঁড়িয়ে! তার মুখে একটি টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত নেই!

৪র্থ দৈত্য। রাজার শাসন বটে—

১ম দৈত্য। আর ভায়া! তোমারা ত গাছ-পাতা নিয়েই ব্যস্ত—এদিকে আমার যা হয়ে গেল, সে কথায় কাজ কি!

২য় দৈত্য। বটে! কি হল দাদা?—সর্পাঘাত ব্যাপার নাকি?

১ম দৈত্য। আহা হা! সে ত ভাল ছিল ভায়া—সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ও নির্ব্ব্যাধি হতেম,—এ এখন বিষের জ্বালার অপেক্ষাও যাতনা বেশী।

২য় দৈত্য। তাইত! বড় সঙ্গীন অবস্থা!

৩য় দৈত্য। কিসে কি হয় বলা বড় কঠিন। কি হ'ল—বল ত দাদা।

১ম দৈত্য। সেই যে লতা পাতা ফুলের কুঞ্জকুটীর, তার ভেতর থেকে—

২য় দৈত্য। ওহো! হো! আর বল্‌তে হবে না, আর বল্‌তে!—বুঝেছি। দাদার ব্যাধি—উচাটন।

৩য় দৈত্য। বশীকরণ-মন্ত্র ব্যতীত উপায় নাই।

১ম দৈভ। সেই জন্যই তান্ত্রিক ব্যাটাদের খুজে খুজে জান হয়রান্। এমন কত ব্যাটা শিকারের জন্য ঘুরে বেড়ায়—আজ আমার আবশ্যক, কিন্তু এক ব্যাটারও দেখা নাই।

২য় দৈত্য। ভাল কথা মনে পড়ে গেল। কাল এক ব্যাটা বামুনের ছেলের পৈতে হ'ল। ছেলেটা বামন', কিন্তু দেখ্‌তে অতি সুন্দর। ব্যাটাদের বাড়ীতে, —বল্‌ব কি দাদা, দু'লাখ দশলাখ মেয়ে পুরুষ—সবগু'লই যেন আগুনের মানুষ।

১ম দৈত্য। আরে আমায় বল্‌তে হয়—আমি একবার সেখানে গিয়ে দেখ্‌তাম, আমার সেটি সেখানে আছেন কি না।

২য় দৈত্য। দাদা, তোমার বরাত জোর আছে; ঐ দেখ, সব আসছে—

(সশিষ্য তান্ত্রিক গুরুর প্রবেশ)

দৈত্যগণ। জয় গুরু, জয় গুরু।

তাঃ গুরু। শিষ্যের মঙ্গলে গুরুর জয়—শিষ্যের মঙ্গলে গুরুর জয়।

তাঃ শিষ্য। উভয়তঃ, উভয়তঃ।

(উভয় দলে)। জয়-জয়কার! জয়-জয়কার!

১ম দৈত্য। গুরো! প্রণাম হই। বহু দুঃখে আজ গুরু-দর্শন হ'ল, তাই কর্ম্ম সফল হবে মনে হচ্ছে।

তাঃ গুরু। অবশ্য, অবশ্য। কি কাজ প্রকাশ করে বল।

২য় দৈত্য। ব্যাপার বড় সঙ্গীন—গুরো! (১ম দৈত্যের প্রতি) দাদা, গুরুর কাছে প্রকাশ ক'রে বল, সব খুলে বল।

১ম দৈত্য। তবে শোন, গুরো। প্রাণটা বড় কেমন হয়েছিল। সেইজন্য ভায়াগণ সহ পারিজাত কাননে ভ্রমণ ক'রতে গিয়েছিলুম। সেখানে লতাকুঞ্জে—যা দেখেছি তা আমিই জানি, আর আমার প্রাণই জানে। এখন প্রাণ যায়,—তা রাখ, আর মার, যা হয় কর গুরো, আমার প্রাণ যায়।

তাঃ গুরু (স্বগতঃ)। নির্ব্বংশের ব্যাটা, ওর গুষ্টির মাথা দেখেছে। সে আর কেহই নয়, ইন্দ্রের শচী। যাই হোক্,—আমার সুবিধা সুযোগ উপস্থিত, আমি

ছাড়ি কেন ! (প্রকাশ্যে) রমণী-দর্শন—ব্যাধি। কেমন হে, ঠিক কি না, বল না ?

১ম দৈত্য। খুব ঠিক, সাধু-বাবা, খুব ঠিক। আহা! গুরু ভিন্ন আঁতের কথা কে বুঝ্‌তে পারে! তাই গুরুকে কর্ণধার বলে। তা গুরু কাণই ধর, আর জুতোই মার, এর উপায় তোমায় কর্‌’তেই হবে, বাবা।

তাঃ গুরু। অবশ্যই কর্‌বো। প্রাণের চেয়ে শিষ্য বড়।

তাঃ শিষ্য। শিষ্যের গুণে গুরু দড়।

(অপর সকলে)। তা’ত বটেই, তা’ত বটেই।

১ম দৈত্য। তবে গুরু—দিন স্থির করো, যত শীঘ্র পার। আমার প্রাণ যায়।

তাঃ গুরু। কথা হচ্ছে কি! রমণী-দর্শন-ব্যাধি—মহানিশা-উচাটন ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধি হওয়া অসম্ভব। একটু দেরী হবে বটে। তা—তেমন বেশী নয়। এই সম্মুখেই বামন-দ্বাদশী, তারপর পূর্ণিমা গতে অমানিশা; অমানিশায় নিশি-উচাটন-যজ্ঞ।

১ম দৈত্য। খেয়েছে আমার মাথা।—না, না, এত দেরী! তা হবে না—সে আমি—অসহ্য! মারা যাব।

২য় তাঃ শিষ্য! স্থির হও, স্থির হও; গুরু আমাদের কল্পতরু; ভয় কি ?—মরবে না।

১ম দৈত্য। (সকাতরে) গুরুবাবা! পূর্ণিমায় নিশি-উচাটন হয় না ?

গুরু। কেমন ক'রে হবে! পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়, রজনী তখন উদ্‌ভাসিতা,—উল্লাসিনী। ঘোর অন্ধকার অমানিশা ব্যতীত আমাদের দেবী-যজ্ঞ! হুঁ,—পাগল!

১ম দৈত্য। তবে—তাই হোক্। কি আর কর্‌বো।

তাঃ গুরু। বলি কি—বহুব্যয়সাধ্য, পার্‌বে ত?

১ম দৈত্য। দুঃখের মধ্যে হাসালে বাবা গুরু।

২য় দৈত্য। বল কি গুরু! আমরা ব্যয়কুণ্ঠ! এই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল; তিন-তিনটে রাজ্য, এখন আমাদের একচেটে, আমাদের আবার টাকার অভাব!

গুরু। তাই বল্‌ছি বাবা,—তাই বল্‌ছি বাবা। বড় সন্তুষ্ট হ'লাম, বড় সন্তুষ্ট হ'লাম।

তান্ত্রিক শিষ্যগণ। আমরাও, আমরাও—

গুরু। তা'হলে ফর্দ্দ ধর গে—শত ছাগ, শতাংশের এক অংশ মেষ, মেষের এক অংশ মহিস। নরবলিই প্রধান ছিল, তা' আজকাল আর মেলে না! যাক্, এ'তেই বলি হবে। তারপর—দেবী-প্রতিমা, দেবী-অঙ্গে সুবর্ণ অলঙ্কার সুবর্ণপীঠ, পূজার জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদি নির্ম্মিত বাসন, নবরত্ন, এবং বাণারসী যোড় ও সাড়ী। পূজার সময় মহা কারণ-বারি দ্বি-কলস, ফল, ফুল, মিষ্টান্ন দক্ষিণাদি এবং, 'ইচ্ছাপূর্ণ'।

১ম তাঃ শিষ্য। (গুরুর কাণে) 'ইচ্ছাপূর্ণ' দ্বাদশটি বল।

(গুরু অঙ্গুলি-সঙ্কেতে) দ্বাদশটি বুঝ্‌লে ?

১ম দৈত্য। সেজন্য চিন্তা নাই,—সেজন্য চিন্তা নাই।

তান্ত্রিক শিষ্যগণ। জয় গুরু, জয় গুরু।

১ম দৈত্য। তবে এখন আসি আমরা—প্রণাম হই। দেখ গুরু—যেন ভুল না।

গুরু। এও কি ভুল হয়! শিষ্যের মঙ্গলে গুরুর মঙ্গল, শিষ্যের মঙ্গলে গুরুর মঙ্গল।

(প্রস্থান করিতে করিতে, দৈত্যগণ)

তা'ত বটেই, তা'ত বটেই। উভয়তঃ, উভয়তঃ।

[দৈত্যগণের প্রস্থান

গুরু। দেখ,—সময়টা বড়ই ভাল। যজ্ঞ ভাল ক'রেই হবে। তোমরা এ'গোও—আমি একটু ঘুরে আশ্রমে যাচ্ছি।

১ম শিষ্য। সময়ের কথা আর বল্‌তে! গুরু-কৃপাহি কেবলম্‌! গুরু-কৃপাহি কেবলম্‌! এসহে, এস।

অপর। চলহে, চল।

[প্রস্থান

(সদানন্দের প্রবেশ)

গুরু। পাগ্‌লা যে,—কোথা যাচ্ছিস্‌?

সদা। যেথায় নে যায়।

গুরু। কে নে যায় রে ?

সদা। কেন, মা—

গুরু। দূর খেপা,—তোর আবার মা কে ?

সদা। কেন জান না ! শোন।

গীত

ভুবন-মন-মোহিনী—মা আমার
পার্ব্বতী পরমেশ্বরী।
ত্রিভুবনে মা করে খেলা,
—আমি মায়ের কোলে খেলা করি।
এলোকেশী বিবসনা
রঙ্গে নাচে ত্রিনয়না.
ভাব-বশে সদা মগনা
—আমি কি চিনিতে পারি !

গুরু। পাগলা, এক কাজ কর্‌তে পারিস ?

সদা। পারি।

গুরু। একটি পদ্মিনী মেয়ে খুঁজে দিতে পারিস।

সদা। হ্যাঁ—

গুরু। কোথা রে—কোথা ?

সদা। অই—ঐ যে আসছে।

(গাহিতে গাহিতে মলিন-বসনা ধরার প্রবেশ)

গীত

কোথা হে কমল-আঁখি—
জগতেরি প্রাণ হরি,
কাঙ্গালিনী—ধরা তোমার,
রাখ প্রভু কৃপা করি।
ঘেরিয়াছে পাপ-মোহ,
—মলিন হয়েছ দেহ,
দেহ প্রভু দয়া ক'রে—যুগল চরণ-তরি ;
পাপ ভারে—ভারাক্রান্ত,
আর না—সহিতে পারি ॥

গুরু। বাঃ! ছুঁড়ী ত বেড়ে গায়! তবে—ও বেটী কিন্তু পদ্মিনী নয়। বেটী ভিখারী,—ভিক্ মাঙতে বেরিয়েছে।

ধরা। হ্যাঁ—বাবা!—হ্যাঁ।

গুরু। সদানন্দ,—তবে এখন আসি ; কথা রইল, ভুলিস্‌নে,—একটা খুঁজিস্, বুঝ্‌লি।

(প্রস্থানোদ্যত)

সদা। সাধু-বাবা! শোন,—শোন। যেওনা।

গুরু। পেছু ডাক্‌লি কেন। কি বল্‌বি বল্।

সদা। ডেকেছি কি আর সাধে? শোন, একটা ভাল খবর আছে—তাই ভাবলুম যে সাধু-বাবাকেই বলি।

গুরু। ভাল খবর!—তা বল্‌তে হয়। তবে বল্‌,—বল্‌ কি খবর।

সদা। কথা এমন কিছু বিশেষ নয়,—বল্‌তেও বিশেষ কিছু হবে না। তবে এই বল্‌ছিলুম কি—এই আগামী শুক্লা দ্বাদশীর দিন বলিরাজা মস্ত বড় দান-যজ্ঞ কর্‌বেন। নগরে ঘোষণাপত্র দিচ্ছে,—দেখে এলুম।

গুরু। সত্যি! বাঃ! বাহবা বাহবা!! এমন শুভ-সংবাদ! এমন শুভ-যোগ উপস্থিত বহুকাল হয় নাই; যাই—শীঘ্র আশ্রমে গমন করিয়া সম্প্রদায়কে সংবাদটা প্রদান্ করি।

(প্রস্থানোদ্যত)

সদা। শোন, শোন,—যেওনা; আরও কথা আছে।

গুরু। আরও কথা!—বলিস্ কিরে! বড়ই শুভ-যোগ,—বড়ই সুসময়।

সদা। সে কথায় আর কাজ কি সাধুবাবা,—আপনি যা খুঁজছেন এদিকেও তাই হচ্ছে। এই দান-যজ্ঞে একটি সর্ব্ব-সুলক্ষণা পদ্মিনী* উৎসর্গ হবে।

গুরু। এঁ্যা! বলিস্ কি! এঁ্যা—। তবেত দ্বাদশীর দিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আমায় যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকিতেই হইবে, নতুবা পদ্মিনীলাভ—উহুঁ, হবে না। আহা! বহু চেষ্টার পরে আমার পদ্মিনী

* অর্থ পৃথিবী

কন্যা লাভ ! যজ্ঞপূর্ণ—কামনা মাত্রই পূর্ণ ; ভোগ ! ভোগ ! —কেবল ভোগ। সদানন্দ তুমি এই শুভ-সংবাদ দানে আমায় বড়ই সুখী করিলে। আমি পদ্মিনী কন্যাসহ সাধনকালে প্রক্রিয়া দ্বারা তোমার আয়ুঃ, যশ এবং গৌরব বৃদ্ধি করিব। আর কাল-বিলম্ব করা নয়,—আঃ ! বড়ই শুভযোগ ! বড়ই সুযোগ ! এখন তবে আসি।

সদা। আজ্ঞে হ্যাঁ,—তবে এখন প্রণাম হই।

গুরু। তোমার ভাল হোক্,—তোমার জয় হোক্।

[প্রস্থান

সদা। যা ব্যাটা যা,—জয় আমার সকল সময় হয়েই আছে। তোর রয়েছে ভোগ-লালসা প্রবল ; ভণ্ডামি ক'রে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে যা কচ্ছিস্,—আগে তার কি হয় দেখ্‌গে যা। কি বলিস্ ধরা ?

ধরা। সদানন্দ, এ সংসারে তুমিই সুখী,—দৈত্য-গণের নিষ্ঠুর পীড়নে চতুর্দ্দিক হাহাকারে পূর্ণ,—আর তুমি নিয়ত আনন্দ-সাগরে সাঁতার দিচ্ছ।

সদা। তা আর কি করবো বল্ ? তোকেও ত বলি,—তুই-ই বা কাঁদিস্ কেন ? শ্রীহরিকে ডেকে প্রাণ-ভরে আনন্দ করনা কেন,—কেহ ত বারণ করেনি।

ধরা। কেমনে হইব সুখী বল সদানন্দ ?

মথিয়া পয়োধি-হৃদি, মৃণালে নলিনী,

স্থজিলেন, ধাতা, যবে ভূমি তনয়ারে—
অপরূপ প্রকৃতির ঢালি রূপরাশি
স্থূল সূক্ষ্ম কারণের করি লীলাস্থল,—
কত সুখ, কত আশা জাগিল অন্তরে ;
নিরখি আপনা—হই ভাবে আত্মহারা।
মম হৃদি-বক্ষ-শোভা বিধান কারণ
স্থজিলেন যবে, পিতা—সচল অচলে,
সৃষ্টির চরম, আহা ! জীব নরাকার
সাধনার শান্তি-ধারা ঢালিতে পরাণে।
কত শান্তি—কত আশা জাগিস অন্তরে—
কিন্তু, হায় ! কোথা শান্তি,—কোথা বা সাধনা ?
'অনিত্যে' করিয়া 'নিত্য'—বদ্ধ দৃঢ়তর
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান-হত দানব প্রকৃতি
নাচিছে চৌদিকে—পূর্ণ করি হাহাকার।
ধর্ম্মচ্ছলে—ভোগ ইচ্ছা নিয়ত পূরণ,
সতী অঙ্গ—কলঙ্কিত পাপ পরশনে,
জরাগ্রস্ত পিতা মাতা—ক্ষুধায় কাতর,
জারজ ভ্রূণের হত্যা নৃশংস আচারে।
ব্রহ্ম-জ্ঞান হত,—যজ্ঞ লোলুপ ব্রাহ্মণ
অনাচারী,—অত্যাচারে তাপ করে দান।
সে তাপে তাপিত দেহ ব্যথিত নিয়ত
শস্যহীনা,—দীনা হায় ! মলিন আকারে ;

দুঃখেতে কাটিছে দিন ;—কবে দীনবন্ধু
করিবেন কৃপাদান দাসীরে তাঁহার।

সদা। আহা! সত্যই রে, তোর বড়ই দুঃখ, আর তুই কাঁদিস্ না। ঐ দেখ্,—বিমানপথে দেব দেবী-গণ আনন্দে মর্ত্তে নেমে আসছেন। তোর বক্ষে—ভক্ত-বলিরাজ-গৃহে শ্রীহরির বামন-লীলা প্রকটিত হবে ; বামন-রূপী শ্রীহরির আগমনে সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হইয়া, ধর্ম্মের বিকাশ হবে। যা,—আর দুঃখ করিস্ না। শীঘ্রই তোর দুঃখের অবসান হবে। বামনরূপী শ্রীহরির দর্শনে সর্ব্ব-দুঃখ-মোচন হবে। আর কাঁদিস্ না,—যা।

ধরা। আহা! কতদিনে দয়াময়ের পাব দরশন, দুঃখিনীর দুঃখ হবে দূর।

[ধরার প্রস্থান

সদা। যা তুই বেটীতো এগো,—আমি এই দেবতা ভায়াদের একটু দেখে শুনে তবে যাচ্ছি।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[দেব দেবীগণের ক্রমভাবে প্রবেশ]

(মা কালীর প্রবেশ)

সদা (স্বগতঃ)। বাঃ! এই যে চলেছেন! আহা! বাছার আমার কিবা রূপের ছটা। (প্রকাশ্যে) বলি, ওগো বাছা! ধুম্ ধুম্ ক'রে চলে'ছ কোথায়?

কালী। কে ও, সবানন্দ না!

সদা (স্বগতঃ)। দেখ্‌ছি—আমার নাম ধাম সবই জেনে রেখেছেন; (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ বাছা, আমি সদানন্দই বটে, তা বল্‌ছি কি—যাওয়া হচ্ছে কোথা?

কালী। বলিরাজের দান-সভায়।

সদা। কেন? বলিরাজ কি যোড়া পাঁঠা মেনেছে?

কালী। না, আমাকে কিছুই মানেননি; তিনি কল্পতরু হয়েছেন,—তাই দেখতে যাচ্ছি। তা বাছা,—আমি সেখানে কিছুই গ্রহণ করিব না; স্বয়ং জগৎপতিই পূর্ণদান গ্রহণ করিবেন।

সদা (স্বগতঃ)। আবাগের ঝী,—পে'লে ত নিবি দান।—সেখানে আর টুঁ ফোটাবার যো-টি নেই। "খোদ কর্ত্তা" বর্ত্তমান; তিনি একাই বিরাজ কর্‌বেন। (প্রকাশ্যে) তাই রক্ষে হোক্ মা। তা বল্‌ছিলুম কি বাছা—যা নোলা বার করে চলেছ মো'ষের ছানা কিম্বা ভেড়ার রক্ত নিশ্চয় খাবে। কিন্তু তা যখন তোমার ভাগ্যে নাই, তখন ঐ চোদ্দহাত নোলাটি নাবিয়ে রেখে বলিরাজের বাড়ী গেলেই যেন ভাল হয়।

কালী। সদানন্দ, সেজন্য কোন চিন্তা নাই; সেস্থানে পরম পবিত্র বিষ্ণু-পাদোদক লইয়া, একবিন্দু আমার এই বিশ্বগ্রাসী কামনার লোল রসনায় প্রদান করিলে,—সকল পিপাসার নিবৃত্তি হইবে।

সদা। তবে যা। আমার জন্যে এককৌটা রাখিস্, —নইলে তোর নোলায় ছেঁকা দিয়ে দেব।

কালী। রাখ্‌'বো, যা'স।

[কালীর প্রস্থান

(মহাদেবের প্রবেশ)

সদা (স্বগতঃ)। বেটা যেন নবাবপুত্তুর সেজে চলেছেন। (প্রকাশ্যে) বলি ও মশাই, মশাই গো! জামাইবাবু সেজে এবার কোথায়? দক্ষরাজের বাড়ী? না,—হিমালয়?

মহা। কে ও,—সদানন্দ? তুমি বলি রাজের দান-সভায় যাবে না?

সদা। আজ্ঞে আপনারা আগে-ত যান, তারপর যা হয় দেখা যাবে। বলি—জামাতা বাবাজী, এবার জটার বোঝা আর বুড়ো বলদটা—কাকে দিয়ে এলে?

মহা। তোর শ্বশুরকে।

সদা। থাক্‌লে ত দেবে! তোমার নিজের শ্বশুরকে বলনা কেন,—লজ্জা কি!

মহা। তবে তাই।

[মহাদেবের প্রস্থান

সদা। ও কি? ও যে মহিষচড়া বাবাজী না? বাবাজী যে মো'ষ ছেড়ে নাবলেন দেখ্‌ছি; এই যে,— এদিকেই হনৃ-হনিয়ে আসছেন।

(যমের প্রবেশ)

যম। একি, সদানন্দ এখানে যে ?

সদা। আজ্ঞে, আমিও আপনাকে ঐ প্রশ্নই কর্‌ছিলাম। তাই ভাবছি—আপনি যখন সশরীরে উপস্থিত, তখন কি আমার অন্তিমকাল আগত !

যম। না হে, না। আমি বলিরাজের বাড়ী যাচ্ছি।

সদা। কেন মশা'য় বলিরাজের কি ভালমন্দের সময় হয়েছে ?

যম। না তাহাও নয়।

সদা। তবে কি মহাশয়ের কয়েদখানা—খুড়ি !—তোষাখানা বেল্‌ফুল ফাঁকা হয়ে গেছে,—তাই খুঁজ্‌তে বেরিয়েছেন ?

যম। সে কথা কি বল্‌ছো সদানন্দ, পাপপুণ্য অনুসারে জীবের গতি, আমি কিছুই নয়, কর্ম্মচারী মাত্র। কর্ত্তা স্বয়ং শ্রীভগবান।

সদা। তবে তোমায় একটা পেন্নাম করি ; (প্রণাম করিয়া) তা'হলে এইবার আস্তে আস্তে আসুন গিয়ে।

যম। তোমার মঙ্গল হোক্।

[প্রস্থান

সদা। যা বেটা যা—নিজের মঙ্গল আগে দেখ্‌গে যা, তারপরে আমার করিস্। বেটা নরককুণ্ডের জমি-

দারবাবু, দিনরাত্ত পচা গন্ধ শুঁকে মরেন, আমায় এসেছেন আশীর্ব্বাদ কর্‌তে। হুঁ! (দূরে চণ্ডীকে দেখিয়া) বলি উনি আবার কে? এক মাথা পাকাচুল নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আস্‌ছেন। বাবা!—তর বেতর রূপের বাহারই বা কত! যত 'ভাব'—ততঃরূপ। তাই কি এঁদের একজনও শ্রীমান্! তা নয়,—ঢিবি ঢাবা নোড়া-নুড়ি! আহা হা! মরি মরি! দেখি ইনি আবার কি বলেন—

(চণ্ডীর প্রবেশ)

চণ্ডী। বলি সদানন্দ নাকি রে?

সদা। তবে কি আমাকে শ্রীমন্ত সদাগর ঠাউরেছিলি মাসী?

চণ্ডী। এখনও দান সভায় যাস নি?

সদা। মাসী সরে আয়—তোর মাথায় শালিকের মতন কি নাচ্‌তে দেখা যাচ্ছে।

চণ্ডী। সত্যি নাকি! দেখ দেখি; (সদানন্দ মস্তক দেখিয়া) মাসী গো, তোর কপাল পুড়েছে, মহাকাল মেসোর কাল হয়েছে, তোর মাথার সিঁদুর মেটে সিঁদুর হয়ে গেছে।

চণ্ডী। তোর—মাথা হয়েছে।

সদা। সত্যি মাসী, দেখ মেসোর কপালটা ধু ধু ক'রে পুড়ে যাচ্ছে।

চণ্ডী। তোর কপালে ছাই, আমি চল্লুম।

[প্রস্থানোদ্যত

সদা। ও মাসী, মাসী—তোর বাপের দিব্যি লাগে, তোর পিতামহের দিব্যি,—আমার কপালে একটা ভস্মের ফোঁটা দিয়ে যা— ।

চণ্ডী। তুই আপনিই দে।

[প্রস্থান

সদা। হুঁ!—এর বেলা তুই নিজে দে। (স্বগতঃ) ব্রাহ্মণগণ দেবদেবীর পূজা সমাপনের সময় হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, এবং তাহাতে "কৃষ্ণার্পণমস্তু" বলিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করার পরে গৃহস্থগণ সহ নিজ ললাটে ভস্মের তিলকরেখা ধারণ করেন।—ভাল কর্ম্মই করেন। কিন্তু আমি বলি কি,—যদি আমি আমার মনের সকল বাসনারাশি ভস্ম করিতে না পারিলাম, তবে কে আমার ললাটে যথার্থ ভস্মের ফোঁটা প্রদান করিতে পারে? আহা! কতদিনে ঐ ভস্ম-তিলক-রেখা আমার ললাটের শোভা প্রকাশ করিবে। যদি বহু জন্ম-জন্মান্তরে—তপস্যার ফলে একবার আমার ললাটে সেই তিলকরেখা অঙ্কিত হয়,—তবে আর আমায় পায় কে? তখন আমার পাকা শীলমোহর হবে। চারযুগেও আমার নাম হারাবে না। যিনি সকল ভাগ্যের মুলাধার, দেখি—তিনি এবার কি করেন।

(পুরীর জগন্নাথের প্রবেশ)

(সদানন্দ অগ্রসর হইয়া) ও বাবা! হাত পা নেই—তবুও

আস্‌তে ছাড়েন নি! নিমকাঠের ভুঁড়ি—গড়াতে গড়াতে চলেছে। দেখছি যে—বলিরাজের দানের কথা শুনে ঠুঁটো বাবাজী সাত সমুদ্র, তের নদী পার হ'য়ে দান সভায় ছুট্‌ছেন।

জগন্নাথ। সদানন্দ,—তুম্ভে যিব না'। মু যাউছি, তু বি আ'।

সদা। সে হবে এখন। তুইত বাপু এখন নজর ছাড়া হ'।

[জগন্নাথের প্রস্থান

(অবগুণ্ঠনবতী লক্ষ্মীর প্রবেশ)

সদা। ওগো ভাল মানুষের মেয়ে!—আস্তে হাঁট না—আস্তে হাঁট। গেরস্তর বৌ-ঝী,—অত চঞ্চলা কি হ'তে আছে?

লক্ষ্মী। তোমার কাছে আমি অচঞ্চলা হয়ে থাক্‌বো।

সদা। কাজেই!—আমার তিন কুলে কেউ নেই কিনা,তাই আমার অত খোসামোদ। বলি বাছা! আমার কাছে থাক বা যাও,—সে কথা হচ্ছে না, বলিরাজের কাছে যদি অচঞ্চলা না হও—তা'হলে তোমার ঠ্যাং কেটে রাজার দো'রে তোর কাটাশুদ্ধ ঢেলে ফেলে রাখ্‌বো।

লক্ষ্মী। তোর কত সাধ্যি দেখ্‌বো।

সদা। তা দেখিস্।

[লক্ষ্মীর প্রস্থান

(সতীপীরের প্রবেশ)

সদা (স্বগতঃ)। এইবার দেখ্‌ছি, মিঞাসাহেব চলেছেন,—আমিও চলি। (অপরদিকে গমনোদ্যত)

সত্যপীর। সদানন্দ! কোথায় যাচ্ছো?

সদা (করযোড়ে)। আজ্ঞে,—নমাজ পড়্‌তে।

সত্য। তুমি না—হিন্দু?

সদা। মোছলমান হয়েছি।

সত্য। ক'দ্দিন?

সদা। তুমি য'দ্দিদ থেকে হয়েছ, তদ্দিন।

সত্য। আমি ত চিরদিন মুসলমান-দেবতা সত্যপীর আছি।

সদা। তবে—আমিও তাই।

সত্য। তুমি তা'হলে মসজিদ্‌ দেখ্‌লে সেলাম কর?

সদা। হ্যাঁ।

সত্য। নমাজ কর,—কলমা পড়?

সদা। এই-ত যাচ্ছিলুম,—তুমি বাধা দিলে, পেছু ডাক্‌লে।

সত্য। না—, তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা কর্‌ছো।

সদা। তুমিই কি ছাড়ছো?

সত্য। আমি-ত কই কিছু লুকোচ্ছি না।

সদা। লুকোচ্ছনা! তবে না ঠাকুর—তোমার বড় সাদা প্রাণ! ভাবছো সদানন্দ তোমার খবর কিছুই রাখে না! তবে বলি শোন। সেই—যে দিন হ'তে তোমার লীলাক্ষেত্র এই জগৎ-বক্ষে সত্যনারায়ণ-ব্রত প্রচার কর্‌তে তোমার ইচ্ছা হয়েছিল—তখন থেকেই তোমার খবর রাখি। যখন সত্যনারায়ণব্রত করিয়া, অজ্ঞান কাঠুরিয়াগণ জ্ঞানলাভ করেছিল—যখন সেই অজ্ঞান ভক্তগণের নিকট হইতে, তুমিই যে সর্ব্বকর্ম্ম-ফলদাতা, তাহা জেনে সন্তানকামী বণিক সত্যনারায়ণ-ব্রত করিয়া, কন্যারত্ন লাভ করেছিল—আবার যখন ধনের আকাঙ্ক্ষায় বণিক-পত্নী কন্যা ও জামাতা সহ সত্যনারায়ণ-ব্রত করিয়া ধনলাভ করিয়াছিল—সে খবরও আমি জানি।

অবশেষে, বণিকের ধনস্পৃহা নিবৃত্তির জন্য তুমি যখন দীন মোল্লার বেশে বণিকের নিকট গমন করিয়া, কিছু ভিক্ষা চাহিয়াছিলে,এবং বণিক তোমাকে প্রতারণা করার অভিপ্রায়ে ধন-রত্নকে লতা পাতা বলাতে তোমারই লীলার প্রভাবে তাহার সকল সম্পত্তি লতাপাতায় পরিণত হইয়াছিল,—আর তারপর বণিক তোমার শরণাগত হইলে, তুমি যখন নিজের শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্মধারী, বনমালা-ভূষিত চতুর্ভুজরূপ প্রকটন [illegible] সেই বণিকের মনে ধনস্পৃহার উপশম করিয়া [illegible] সঞ্চার করিয়াছিলে,—

—ঠাকুর সেই সময় থেকে আমি তোমাকে চিনি। নীরব কেন ঠাকুর? এই কথা সত্য কিনা বল না?

সত্য। ওঃ! সেই কালের কথা বল্‌ছো। সে কত কালের কথা,—যাক্‌ ও কথা। এখন আমি বলিরাজের সভায় যাচ্ছি, তুমিও যাবে, এস—।

সদা। তোমার সঙ্গে যাব না।

সত্য। কেন?

সদা। তুমি মোছলমান হয়েছ,—আমার জাত যাবে

সত্য। উঃ! ভারি-ত জাত রেখেছ।

সদা। তোমার চেয়েও রেখেছি।

[সত্যপীরের প্রস্থান

(বীণার ঝঙ্কার দিতে দিতে নারদের প্রবেশ)

(অগ্রসর হইয়া সদানন্দ) এই যে, মামা যে,—মামা ভাল ত?

নারদ। সদানন্দ, তুই বড় কুঁদুলে হয়েছিস্‌।

সদা। আজ্ঞে, মামাগো,—সেটা তোমার গুণ পেয়েছি; জানই-ত মামা,—নরাণাং মাতুল-ক্রমঃ।

নারদ। তুই দেবদেবী মানিস্‌নে,—তুই নাস্তিক হ'য়ে যাচ্ছিস্‌।

সদা। যাচ্ছিস কি মামা?—গেছি বল, নিজের অস্তিত্বই যদি গেল,—তবে কি করে আস্তিক থাকব বল।

(নারদের অগোচরে বীণা ধরিবার উদ্যোগ)

নারদ। . একি! বীণা হাতাবার চেষ্টা করছিস।

(বীণা ধরিয়া সদানন্দ) মামা! ছোটো, ছুটে যাও,—তোমার বাপের গঙ্গাযাত্রা হচ্ছে,—এইবেলা নাম শোনাওগে।

নারদ। ওরে বাবারে! সদা—ডাকাত হয়েছে রে! পালাই বাবা,—সখের মধ্যে এই বীণাটি (বীণা কাড়িয়া লইয়া)—তাও কেড়ে নেয় রে!

[নারদের বেগে প্রস্থান

সদা। হু-ও! হু—ও! মামা হেরে গেলে। যাই—আর ঘুরে বেড়াতে পারছি না। দু'ট ফুল তুলে—খোদ কর্ত্তার উদ্দেশ্যে খাদে ফেলিগে,—যদি কোন সুফল ফলে।

[সহাস্যে প্রস্থান



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কশ্যপ-মুনির আশ্রম

(মুনির প্রবেশ)

কশ্যপ। পুত্ররূপে—কোন্ মহাজন,
পিতা বলি সম্বোধন করিছে আমায় ?
উপনয়ন-দীক্ষা দান করিতে বামনে,
হেরিলাম—আত্মাশক্তি বিকাশি আপনা
দানিলেন ক্ষীরধারা ব্রহ্মচারি-করে।
লক্ষ্মী সরস্বতী জয়া—মঙ্গল আশীষে
পুষ্প বরিষণে রত বামন-মস্তকে,
দেব ঋষি মহানন্দে, গান সাম-গান
জয় নারায়ণ বলি,—ঘেরি চতুর্ভিতে।
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-শোভা কোমল চরণে
আত্ম-অর্ঘ্য দানে মগ্ন—ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
'স্বস্তি', 'স্বস্তি'.—দৈববাণী হইল আকাশে।
সর্ব্ব সুলক্ষণযুত হেরিয়া নন্দনে—
ভাসে প্রাণ স্নেহ-প্রস্রবণে।
ধন্য, ভাগ্যবান, আমি—পত্নী ভাগ্যবতী,
বামন-জননী।

(মুণ্ডিতমস্তক উপবীতধারী বামনদেবের
হস্তধারণ করিয়া অদিতির প্রবেশ)

বামন। মা—যাব আমি বলির সভায়।

অদিতি। খেপা ছেলে!—সেথা কোথা যাবে তুমি
বালক বামন!

কশ্যপ। কিবা চায় সন্তান তোমার?

অদিতি। দানগ্রহণের আশে বলির ভবনে
—যাইবারে চাহে পুত্র তব।

কশ্যপ। বামন! ধন, রত্নে কিবা প্রয়োজন?
মুনির তনয় তুমি।

বামন। পিতঃ! ধন, রত্নে নাহি কিছু কাজ
—ত্রিপাদ ভূমির লাগি যাইব তথায়।

অদিতি। দেখ,—ছেলের আব্দার শোন।
(বামনদেবের প্রতি) বামন! ত্রিপাদ ভূমির তব
কিবা প্রয়োজন?
স্থান কিরে নাহি তোর রাখিতে চরণ?

বামন (স্বগতঃ)। আছে স্থান—ভক্তের হৃদয়ে।
—ভক্তিবলে বাঁধিয়াছ পুত্ররূপে মোরে।
(প্রকাশ্যে) অনুমতি দেহ গো জননী!
—দৈত্যসভা দেখিব কেমন,
রাজ-অট্টালিকা, মাগো, দেখি নাই কভু।

অদিতি। বাছা! নাহি সাধ বিষয়-সম্পদে,

মুনির ঘরণী আমি,
—তুমি মুনির তনয়।
অজিন-আসনে—বল্কল-বসনে
পুষ্প-আভরণে—পরব্রহ্ম-ধ্যানে
মহানন্দে হবে তব জীবন-যাপন।
কি বা কাজ ত্রিপাদ ভূমির ?

(বন্দনা গাহিতে গাহিতে ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

গীত

সকলে। জয়—জগত-কারণ জগত-জীবন
জগত-বন্ধু—জগত-নিবাস ;
জয়—পরম ঈশ্বর ব্রহ্ম পরাৎপর,
পূর্ণ জলস্থল, অনিল আকাশ,
জয়—অপরূপ জ্যোতিঃ,
নিজরূপ ভাতি
স্বয়ং-ভূব, স্ব-প্রকাশ,
জয়, জয়, অনন্ত,
অনাদি শ্রীকান্ত
জয়, ভকত-বৎসল—আশ্রিত-আশ।

নমো জগদ্‌গুরু বামনরূপী ব্রহ্মণ্য-দেবায় নমো।
(অদিতির প্রতি) ১ম ব্রাঃ। মা, দেব-মাতা !
—পুত্র তব দেবতা-দুর্লভ।
সর্ব্ব যোগেশ্বর হরি—তোমার ভবনে

নিজ গুণে বিরাজিত—বামন-আকারে।
মা, দেহ অনুমতি—
লয়ে যাব পুত্রধনে তব।
যজ্ঞে ব্রতী মহারাজ বলি;
—যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞ 'পূর্ণ' করিবেন তাঁর,
ধন্য হবে সর্ব্বদিক—পূর্ণ-দান বলে।

বামন। মা! দেহ অনুমতি, ব্রাহ্মণগণের সহ
যাব যজ্ঞস্থলে।

কশ্যপ। মহাশয়, লয়ে যান নন্দনে আমার,
সযতনে রাখিবেন আপন নিকটে—
যেন—বালকসুলভ নাহি করে চপলতা।

বামনদেব (স্বগতঃ)। স্নেহ-মুগ্ধ—মায়াচ্ছন্ন করিয়াছি
জনক, জননী।
নাহি জানে—দান-যজ্ঞ আমারি কারণ।
যজ্ঞ-ধর্ম্মে ব্রতী বলি
আমারি ইচ্ছায়।
ভক্তবাঞ্ছা পূরণ-কারণ
—পুত্ররূপে অবতীর্ণ আমি।
(প্রকাশ্যে) প্রণমি চরণে তাত, প্রণমি জননি!
যজ্ঞস্থলে—সকাতরে ডাকিতেছে সবে
—আর না রহিতে পারি।

[ব্রাহ্মণগণ সহ বামনদেবের প্রস্থান

কশ্যপ। দেখি, প্রাতঃসন্ধ্যা করি সমাপন
যাব দোঁহে বলির ভবনে
—যজ্ঞে ব্রতী নিরখিব দানবেন্দ্র বলি।

অদিতি। ত্বরায় চলহ প্রভু,
দুরন্ত সন্তান মোর বালক বামন
—না জানি কি অঘটন ঘটাবে তথায়।

[উভয়ের প্রস্থান

(গাহিতে গাহিতে মুনিপত্নী ও ব্রাহ্মণীগণের প্রবেশ)

গীত

চিত্ত-সরোজে—বিরাজ, হে!
—দয়ার সাগর হরি।
ধ্যান-গঠিত,—বনমালা-শোভিত,
—পীতবসনধারী॥
শিখিপুচ্ছ-চূড়া—ঈষৎ বামে হেলা,
ত্রিভঙ্গিম ঠাম—কি মোহন লীলা,
বদন-কমলে—ঝরে সুধা-ধারা,
—মোহন মুরলীধারী।
যুগল চরণে—নূপুর রাজে
সাম-মন্ত্র-গান—তাহাতে বাজে
অপার-আনন্দ—হৃদয় মাঝে
ত্রিতাপের—জ্বালাহারী!

মুনিপত্নী। রুদ্ধ হেরি আজি তপোবন।
তপোধন বুঝি তথা করেছেন গমন।

১ম ব্রাঃ পত্নী। মা ভগবতী—আজ আমাদের সুপ্রভাত। দৈত্যকুলপতি বলিরাজ দান-ধর্ম্মে ব্রতী। ধর্ম্মের প্রভাবে দিক্‌সকল উদ্ভাসিত। প্রাণিগণ হিংসা-দ্বেষ-বর্জ্জিত। হৃদয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত আনন্দ জাগরিত হইতেছে।

মুনিপত্নী। সত্যই মা, আজ অতীব শুভদিন, শ্রীশ্রীজগৎপতি—বামনরূপ ধারণ করিয়া, ভক্ত বলিরাজকে ছলনা করিতে আসিবেন। প্রভু ধ্যানে অবগত হইয়া আনন্দে রাজদ্বারে গমন করিয়াছেন। আমাদেরও তথায় গমনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। চল মা, —বামনরূপী শ্রীহরি দর্শনে মানব-জন্ম সফল করিব।

২য় ব্রাঃ পত্নী। মা, ধন্য বলিরাজ ! যাঁর ভক্তিবলে আজ আমরা জগদ্‌বন্ধু দর্শনের অধিকারী ;—মা ত্বরায় চলুন। হরিলীলা দর্শন জন্য প্রাণ আকুল হইতেছে।

(ঢাকীর প্রবেশ, ঢাক বাদ্য)

ঢাকী। ওরে গাছ পালা,—পাখী পাখালি, সাপ, বেঙ, পাহাড় পর্ব্বত, সব যা—! সব যা ! বলিরাজ দান-ধর্ম্মে ব্রতী। সন্ধ্যার পরে গেলে—বাবা, ঢু ঢু।

[জোর বাদ্য করিয়া প্রস্থান

২য় যুঃ পত্নী। সত্য কহিয়াছে প্রচারক।

সঙ্কল্প বিকল্প মাঝে—ধরি নরাকার
এসেছেন দীনবন্ধু ব্যথা হরিবারে।
বাসনার বশে মন নিয়ত পীড়িত,
আধি-ব্যাধি—নিরন্তর তাপ করে দান
বিষ জর্জ্জরিত প্রাণ—সংসার-মাঝারে ;
অনিত্য বিষয়—ধরে সত্যের আকার
জীবন মরণ মাঝে। সতত নশ্বর
সুখ আশে, ভ্রান্ত জীব—মোহে
পথ হারা
আত্ম-তত্ত্ব কভু নাহি করে অন্বেষণ।
আশা তৃষ্ণা মরুভূমি—শুধু হাহাকার ;
শকতি নাহিক তায় করিতে বর্জ্জন,
তরিবারে—এক মাত্র শ্রীপদ সম্বল ;
—দীনবন্ধু বিনা ব্যথা কে করে হরণ।
এস যাই তাপহারী
দরশনে সবে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—রাজপথ

(বামনদেবের প্রবেশ)

বামন। দেব দ্বিজ—ডাকে সকাতরে,
অনাচারী দৈত্যগণ—ত্রিভুবন-রাজা,
ব্রহ্ম-তেজে—রাজ্যলাভ, দানবীয় ভোগ।
ধর্ম্মা-ধর্ম্ম—সর্ব্বজ্ঞান হত।
শূর মাঝে—একমাত্র বলী সত্যব্রত,
সত্যে বদ্ধ আমি নারায়ণ।
—সে কারণ ধরিয়াছি বামন-আকার।
ভক্ত মোর প্রাণ,
কিন্তু আমি ভক্তঃসনে করি নানা ছল
—ছলিব বামনরূপে সত্যব্রত বলী।

(পুষ্প হস্তে সদানন্দের প্রবেশ)

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্প প্রদান করতঃ)

সদা। গোবিন্দায় নমঃ, (পুষ্প প্রদান)।
গোবিন্দায় নমঃ, (পুষ্প প্রদান)।
গোবিন্দায় নমঃ।

বামন। সদানন্দ—কার পূজা কর তুমি
আপন মস্তকে ?

সদা। জগৎ নিয়ত যাঁর পূজে শ্রীচরণ
—উত্তমাঙ্গে করি পূজা তাঁর।

গোবিন্দায় নমঃ, (পুষ্প প্রদান) গোবিন্দায় নমঃ,
—গোবিন্দায় নমঃ (পুষ্প প্রদান)।

বামন। সদানন্দ,—খোল আঁখি-'ত্রয়,',
হের,—আমি সম্মুখে রাজিত।

(চক্ষু খুলিয়া) সদা। আহা! আহা!—মরি; মরি!
—কিবা রূপ বামন-আকার!
জ্যোৎস্না-গঠিত কায়,—অতি সুকুমার
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু!
উপমার উপমেয় তুমিই তোমার।

(চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দণ্ডায়মান)

বামন। সদানন্দ! (সদানন্দ নিরুত্তর) সদানন্দ!
—আমি তোমায় এত ডাক্‌ছি! শুন্‌তে পাচ্ছ না?

সদা (স্বগতঃ)। আমিও তোমায় অনেক ডেকেছি,
হরি!—তুমিই কি তখন আমার ডাক শুনেছিলে?

বামন। নিরুত্তর কেন সদানন্দ?
—বহুযুগ যোগাসনে বসি যোগিগণ
ধ্যানমগ্ন, উপাধি-রহিত,
তথাপিও—নাহি পায় মম দরশন;
কিন্তু—তব প্রেমে বদ্ধ, আমি নারায়ণ,
পুনঃ পুনঃ ডাকিতেছি বিকাশি আপনা
—কেন নাহি শোন মোর কথা?

সদা। শুনবো না কেন, ঠাকুর!—তবে কিনা, বার বার, সদানন্দ সদানন্দ ব'ল্‌ছো তাই চুপ করে আছি।

বামন। আনন্দ—তোমার হৃদে সদা বিদ্যমান।
মায়ার ক্রন্দন—তথা নাহি পায় স্থান,
—সে কারণ নাম তুমি ধর সদানন্দ।

সদা। মাপ কর ঠাকুর! আর তুমি আমার সঙ্গে ছলনা কো'র না। যাচ্ছ—যাও, যাকে তোমার ছলনার আবশ্যক, তার কাছে যাও।—আমায় আ'র কেন হরি?

বামন। শোন! শোন! রাগ করছো কেন, শোন! আমি, কি বল্‌ছি—তুমি বুঝ্‌তে পা'র্‌ছো না?

সদা। আমার আর বোঝায় কাজ নাই। কৃষ্ণ! তোমার জগৎ-রহস্য কে কবে বুঝেছে যে, আমি বুঝ্‌তে পারবো?—তোমার ও বোধশক্তি তোমারি থাক্. আমি "গোবিন্দায় নমঃ" ব'লে লক্ষ্যহারা অন্ধের মত, যে দিকে চালাও সেই দিকে চল্‌বো!

বামন। সদানন্দ!

সদা। আবার কেন! আবার কেন ডাক্‌ছো হরি? —সত্য তুমি প্রেমভরে ডাকিতেছ মোরে? (নিম্নস্বরে) বলি, তোমার সঙ্গে ত আমার রফা হ'য়ে গেছে। যেখানে যাচ্ছ, যাও। আবার পথের মাঝে [illegible])—সদানন্দ সদানন্দ ক'রছো কেন? বলি ঠাকুর! এ তো আর

তোমার প্রেমময়ী রাধা নয়, কিম্বা তোমার গুপ্ত প্রেমের চন্দ্রাবলীও নয়— যে মাঝপথে একটা ঢলাঢলি করবে।

বল্‌ছো বটে, লোকে ডাকাডাকি কোরেও তোমার দেখা পায় না,—তা তাদের কপাল, আর তোমার গুণ।

কিন্তু হরি স্থির জেনো মনে
সদানন্দ আর নাহি যাবে তব
ত্রিগুণ ভিতরে।

বামন। শোন শোন! তোমার ও সব কথা বোঝা বড় শক্ত।—এখন আমার কথাটা শোন, দান ধর্ম্মে ব্রতী বলিরাজের দান সভায় আমরা দুজনে দান গ্রহণ নিমিত্ত গমন করি—এস।

সদা। ঠাকুর আমায় আর কেন? তুমি মনে কল্লছো সদানন্দ তোমায় জানেনা,—তোমায় আমার খুব জানা আছে। দান গ্রহণে তুমি একাই একশ'—অথবা শত বলি কেন, সহস্র সহস্র, কোটি কোটি, অনন্ত, বিরাট্।

তাই বলি— ঠাকুর আমায় তোমার কি কাজ, এত ডাকাই বা কেন? আমি ত মোসাহেব নয় হরি, যে তোমার স্তবস্তুতি করে, বিষয় সম্পদটা, জমাজমি বাড়ীটা, হাতিয়ে—নিজেকে খুব মস্ত বড় চালাক ঠিক করে নেব। সদানন্দ সে কাজে রাজী নয় বাবা! তুমি আমায় অত বোকা ভেবোনা ঠাকুর! আমি তোমায় বেশ চিনেছি।

আমি—তোমার গুণ-গুলি, গুণে গুণে আপন বক্ষে,—এই হৃদয়ের অন্তরে অন্তরে, শিরায় শিরায়,শোণিতে শোণিতে, রন্ধ্রে, রন্ধ্রে,—দিবানিশি অনুভব ক’র্ছি! তোমায় সকল সুখের হেতু জেনে, আত্মসুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি,—দুঃখকেও কেবল সুখের আশায় মোহমাত্র জেনে, হেসে ফেলেছি—জেনেছি, বুঝেছি কেবল—কেবলমাত্র এক তুমিই সর্ব্বস্ব।

(নিম্নস্বরে) সেইজন্যই ঠাকুর আপন মনে চুপ্ করে থাক্‌’তে ভালবাসি।

বামন। সদানন্দ! তুমি কি কেবল চুপচাপ থাক্‌’তেই ভালবাস? আর কিছু ভালবাস না?

সদা। বাসি! রেখেছি!—ভালবাসার একটী মাত্র জিনিস রেখেছি।

বামন। এমন কি জিনিষ রেখেছ, সদানন্দ?

সদা। তোমার নাম।—অতি প্রিয়! অতি মধুর! সুধামাখা নাম—হরিবোল, হরিবোল।

গীত

কৃষ্ণ হে—তোমার নাম বড় ভালবাসি,
তোমার নাম লয়ে—দেশে দেশে ভেসে ভেসে
—আমি দিবানিশি সুখে ভাসি।
যথায় দেখি দুঃখরাশি,—তথায় হরি বো’লে, আনন্দে ভাসি,
আমি—হাসি কান্না ভালবাসি,
—হলে প্রাণে প্রাণে মেশামিশি,
—হলে তোমায় আমায় মেশামিশি।

বামন। সদানন্দ! তবে তুমি আমার নামটিকেই ভালবাস?—আমায় ভালবাস না?

সদা। তোমার কি আছে হরি! বেদ বলেন তুমি ত্রিগুণের অতীত। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ সকলি বর্জ্জিত,—তবে তোমার কোন্ স্থানে, কোন্-খানে ভাল-বাস্‌বো বল?

বামন। সদানন্দ! আমি প্রেমময়,—অনন্ত প্রেমিক পুরুষ আমি।—আমার প্রেমবলে বিশ্ব-জগতের রূপ ফুটে উঠেছে।

সদা। তা উঠেছে—উঠেইছে। কিন্তু বেদান্ত বলেন জগৎ মিথ্যা। আমরা মায়ার ঘোরে,—বিকারের মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, আকাশ, পৃথিবী, জল বায়ু প্রভৃতি বস্তু সকল দেখ'ছি মাত্র;—বস্তুতঃ এ'সব কিছুই নাই।

বামন। তবে বল,—তুমি আমিও নাই।

সদা। মাপ্ কর ঠাকুর। আমি নাই—এই কথা শতবার বল্‌তে পারি, কেননা আগে 'আমি' ছিলাম না, পরেও থাক্'বো না। আর—আর, তুমি ছিলে, থাক্'বে, এবং চিরদিনই—আছ।

বামন। তবেই-ত সদানন্দ!—নিজের বেলায় বল্‌ছো নেই, আর আমার বেলায় ও কথা বল্‌তে ত সাহস কর্'লে না!

সদা। কোন্ সাহসে সাহস করি বল? আমি প্রত্যক্ষ দেখ্ছি,—তুমি সর্ব্বব্যাপী,অখণ্ড! অনন্ত! আদি-অন্ত-মধ্য রহিত। তবে কি জান,—যখন তোমায় দেখ'বার সাধ হয়, তখন—কখন দেখি তুমি অনন্ত আকাশবৎ—আবার কখন দেখি তুমি অসীম সমুদ্রবৎ।—আমরা জীবকুল তোমারি 'কারণ'-সলিলে জলবিম্ব সম উঠ্ছি, ভাস্ছি, এবং ডুবছি।

বামন। ভালই ত দেখ্ছো সদানন্দ। যখন আমি জল,—আর তোমরা জীবসমূহ জলবিম্বস্বরূপ, তখন জলে আর জলবিম্বে প্রভেদ কোথায়?—উভয়েই এক। আর ত তুমি আমা হ'তে দূরে নয়!—অতি কাছে।—তবে এস, আমার সঙ্গে এস।

সদা। (করযোড়ে)। ক্ষমা কর!—আমি শরণাগত হ'য়ে বল্ছি, আমায় ক্ষমা কর। তোমায় আমায় আর তুলনা করিও না। তুমি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম, আর আমি পাঞ্চভৌতিক দেহধারী, 'অহঙ্কারী' জীব!—হরি! আমার এই অতি তুচ্ছ ক্ষণভঙ্গুর দেহে তোমার 'সাযুজ্য',—'স্বারূপ্য' প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সকল আরোপ করিয়া আমাকে মদ, গর্ব্ব, প্রভৃতি অহঙ্কারে অহঙ্কারী করিও না।

(পরে রুক্ষভাবে) সোজা কথা বল্ছি ঠাকুর,—তুমি অতি শঠ! অতি প্রতারক!—আমি তোমার সঙ্গে যাব না!

বামন। সদানন্দ! বার বার কেন ছল কর মম সনে?
তুমি মোর অতি প্রিয়তম।

সদা। (বামনদেবের হস্তধারণ করিয়া)। সাধে ছল করি, হরি!
—আমি তব সনে!
শিখিয়াছি ছল দেব তোমারই নিকট,
—অতি চল চক্র তব সংসার আবর্ত্ত।
ঘূর্ণ্যমান, মায়ামুগ্ধ, ভ্রান্ত, পথহারা
পঞ্চভূতাত্মক দেহ করিয়া ধারণ
—হাহাকার দিবানিশি করিয়াছি কত।
অনিত্য বিষয়ে, হায়, 'সত্য' করি জ্ঞান
—জ্ঞান-হারা, বসনা জড়িত,
সুখ আশে বহু দুঃখ করে'ছি গ্রহণ,
—সে কারণে ছল আমি ছলি তব সনে।
হরি হরি, তাপহারি!
—বহু ব্যথা পেয়েছি হৃদয়ে,
তাই আমি ব্যথা দিই তোমার অন্তরে।

গীত

ব্যথা লেগেছে, কি হে?
হে আমার চির-প্রিয়—সুন্দর,
তোমার কোমল প্রাণে—আঘাত লেগেছে, কি হে?
ওহে—নির্গুণ নিরাকার—শান্ত নিরাময়
—শুধু শান্তিধাম!

তোমার চির শান্তি ধারা মনে—ব্যথা লেগেছে কি হে?
জন্ম-মৃত্যু-বর্জ্জিত! অজর! অমর!
তোমার—অজর অমর অঙ্গে—ব্যথা লেগেছে কি হে?
অখণ্ড অনন্ত সচ্চিদানন্দ,
তোমার—'চিদানন্দ'-সাগরে আঘাত লেগেছে কি হে?
অচঞ্চল অটল—কুসুমসম কোমল

হরি—বল বল আমার প্রাণের ব্যথা—তুমি বুঝেছ কি হে!

সদা। দয়াময়!

বামন। সদানন্দ—তোমার অকপট প্রণয়ে বাঁধা পড়ে, আমি তোমার বন্ধু হয়ে আছি; বন্ধু! লহ বর, —যদি কিছু থাকে মনে সাধ।

সদা। দেব! দেব!—বন্ধু তুমি
নিরবধি হেরিতেছ অন্তর আমার;
তবু বল 'যাচ বর' হে বরদ তুমি!
প্রভু!—'ব্রহ্মানন্দ' অতুল সম্পদ তব,
—কেন নাহি দেহ মোরে
সে অমূল্য নিধি,
'সদানন্দ' বলি—লজ্জা দিতেছ শ্রীহরি।

বামন। ব্রহ্মজ্ঞান—একার্ণব-রূপ,
নিস্ক্রিয় সে ব্রহ্মানন্দ।
তুমি আমি একই আকার
—দেহমাত্র শুধু ব্যবধান,

কর্ম্মক্ষেত্রে আছি দোঁহে—মহাকর্ম্মে রত।
চল বন্ধু!—যাই দোঁহে বলির ভবন।

সদা। বন্ধু! বন্ধু! দয়াময়!
—চল হরি, যাই তব সাথে

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—প্রান্তরমধ্যবর্ত্তী পথ

(ব্রাহ্মণগণ ও বৃহৎ ছাতা মস্তকে বামনদেবের অগ্রে গমন)

১ম ব্রাঃ। ওহে—দেখ, দেখ, বলিরাজের দান শ্রবণে বৃহৎ ছাতাও ছুটিয়াছে।

২য় ব্রাঃ। তাইত! (উচ্চৈস্বরে) ও ছাতা—ছাতা!

৩য় ব্রাঃ। ছাতা কি কথা কই'বে মশায়,—যে ডাক্‌ছেন!

৪র্থ ব্রাঃ। দেখুন ত, মশায়, ভাল করে। ছাতার নীচে যেন ছোট ছোট দুটি চরণ,—দেখি, দেখি, আবার দেখি না ঠেক্‌ছে।

১ম ব্রাঃ। কই মশায়—কিছুই ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। এগিয়ে চলুন, সম্মুখেই নদী,—পারের সময় অবশ্যই ছাতা কি মানুষ দেখা যাবে। উঃ! ছাতা কি দ্রুত বেগেই চলেছে!

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—নদীতীর

(নাবিক দণ্ডায়মান। বামনদেব ও একে একে ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

১ম ব্রাঃ। ওরে, মাঝি মাঝি! আমাদের পার করে দে।

২য় ব্রাঃ। দেখুন মশায়—দেখুন, ও ছাতা নয় বামন-বালক ব্রাহ্মণ।

৪র্থ ব্রাঃ। অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! আহা আহা!—ইঁহার তুলনা নাই।

বামন। ভাই কর্ণধার,—আমায় পার কর ভাই।

মাঝি। হাদে ও ছোট ঠাকুর! আইসেন,—তোমারেনি পারান দিমু, তানাগোরে না।

২য় ব্রাঃ। কেন রে? আমরা ত চারজনমাত্র, আর ইনি ত ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবালক।

মাঝি। আর থোও--কোর্ত্তা; ক্ষুদে আর ডাগর! —আমার আর জান্‌'তি বাঁকী নেই। বামুনিরি ছোট বড় তফাৎ কোন খান্‌ডায়?

বামন। ভাই কর্ণধার! বেলা যায়, পার কর ভাই।

১ম ব্রাঃ। ওহে ব্রাহ্মণ? তুমি কি বলিরাজের সভায় দান গ্রহণ জন্য যাবে?

বামন। আজ্ঞে হ্যাঁ। অতি দীন আমি,
যাব তথা—কিঞ্চিৎ আশায় ;
(মাঝির প্রতি) ভাই কর্ণধার পার কর।

মাঝি। আইসেন!—আমার সাথে আইসেন্। (ব্রাহ্মণগণের প্রতি) পেন্নাম গো ঠাকুর গোঁসাইরা! অপরাধ লবেন না। (বামনদেবের প্রতি) আইসেন।

[বামনদেব ও মাঝির প্রস্থান

৪র্থ ব্রাঃ। চলুন মশায়, এগিয়ে দেখা যাক্, যদি পারানি নৌকা মেলে। মাঝি বেটা-ত পেন্নাম টেন্নাম করে সরে পড়লো।

৩য় ব্রাঃ। কাজেই,—দ্বিতীয় প্রহর গতপ্রায়! সময় থাকিতে উপস্থিত হইতে না পারিলে ভাগ্যে যা হবে জানেন ত?

৩য় ব্রাঃ। আজ্ঞে হেঁ,—চু চু।

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—নদী।

(নৌকা-বক্ষে বামনদেব ও কর্ণধার। উর্দ্ধে দেববালাগণের সঙ্গীত)

গীত

প্রণমামি—তাঁহার পায়
জল, স্থল,　　　আকাশ, অনিল
—যাঁহাতে প্রকাশ পায়,
প্রণমামি তাঁহার পায়।
পরম আরাধ্য　　　পরম তত্ত্ব
শুদ্ধ শান্ত—পরম-আত্ম
অনন্ত কোটি—ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার,
ফুটেছে - রূপ-প্রভায়,
প্রণমামি তাঁহার পায়।
স্থাবর জঙ্গম　　　ব্যাপ্ত চরাচর
অজর অমর　ব্রহ্ম-পরাৎপর,
বেদ তন্ত্র মন্ত্র　　　মহানন্দ মনে
—যাঁহার মহিমা গায়;
—প্রণমামি তাঁহার পায়।

[দেববালাগণের প্রণাম ও অন্তর্ধান

কর্ণধার। হ্যাদে ও ছোট্ট ঠাকুর! তোমারনি ঐ রাঙ্গা রাঙ্গা ছোট্ট পা দুখান্-নি—ল্যায়ে তুইল্যা থোও। জলের বিচে হাঙ্গর কুম্ভীর ভাখবে—আর টাইন্যা লবে এ্যানে।

বামনদেব। কোথা রাখ্‌বো ভাই? তোমার ভগ্ন-তরী যে জলে পূর্ণ হইতেছে।

কর্ণধার। হাদে—এই পেট্‌রার ওপর থোও!

[পেটিকা প্রদান, বামনদেবের চরণ-স্থাপন

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—বেলাভূমি

(সুবর্ণপেটিকা-হস্তে কর্ণধার, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বামনদেবের প্রবেশ। বামনদেবের সম্মুখে পেটিকা-স্থাপন-পূর্ব্বক নাবিকের গীত)

গীত

তোমায় চিনেছি হে,
ভগ্নতরী 'পরে--পেয়ে চরণতরী,
আমার জনম সফল হ'ল হে।
ভবপারাবারের—তুমি কর্ণধার;
তোমায় করি পার—আনন্দ অপার,
সকল কামনা পূরিল আমার
—চরণেতে স্থান পেয়ে হে
জানিনা হে কভু—ভজন সাধন,
না জানি, হে হরি,—যোগ আরাধন!

তোমারি করুণা—অমূল্য রতন,
—নিজগুণে দেখা দিয়েছ হে।
হৃদিপদ্মে আমার—করিয়া বসতি
মূর্চ্ছাও যন্ত্রণা—যাতায়াত গতি
ওহে অনাথের নাথ—অখিল-শ্রীপতি!
দীন মতি ভিক্ষা যাচে হে।

কর্ণধার। দয়াময়! অহৈতুকী কৃপাবলে
যদি দেখা দিলে
তবে দাস ব'লে—চরণেতে স্থান দাও।

[চরণ-ধারণ

বামন। ভাই কর্ণধার—ওঠ। তুমি আমার পরম-ভক্ত। ভক্ত-প্রেমে আমি চিরনিবদ্ধ, তোমার হৃদ্‌পদ্মে আমার আসন চির-বিরাজমান। এস ভক্ত,—চল, ভক্ত-বলিরাজ-গৃহে আমার বামনলীলা প্রকটিত হবে। দেবগণ ঋষিমণ্ডলী তথায় সমবেত হইয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,—এস ত্বরায় গমন করি।

কর্ণধার। চল প্রভু, ইচ্ছাময়।

[উভয়ের প্রস্থান



সপ্তম পর্ব্বাঙ্ক

দৃশ্য—রাজপ্রাসাদের অপরপার্শ্ব

সম্মুখে ফটক, মধ্যস্থ পথের দুইপার্শ্বে হিন্দুস্থানী দ্বারবান ও জনৈক কর্ম্মচারী দণ্ডায়মান। কাঙ্গালিদ্বয়, ভিক্ষুক, খোঁনা, তোৎলা, তান্ত্রিকগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং বোষ্টম বোষ্টমী চতুষ্টয়ের ক্রমভাবে প্রবেশ

(কাঙ্গালীদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম কাঙ্গালী। দাওনা মা,—দেনা বাপ, দুটি ভিক্ষা দে।

দ্বারবান্। আরে মাগী, উধার যা, উধার। এহি সড়ক দেকে চলিয়ে যা। (কাঙ্গালিনী অপরের প্রতি) আয় না লো, এই দিক দিয়ে আয়।

২য় কাঙ্গালী চল্—চল্।

[উভয়ের প্রস্থান

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। দয়া কর বাপ মা, দয়া কর বাপ মা, গরীবকে দিলে—তোলা থাক্‌বে।

দ্বারবান্। (বিরক্তসহ) যা যা, চলিয়ে চলিয়ে—এহি সড়ক দেকে ময়দান্‌মে যা'কে বৈঠো, হুঁয়া ভিক্ মিলেগা!

ভিক্ষুক। যাচ্ছি বাপু, যাচ্ছি বাপু, মেরোনা—

[প্রস্থান

(খোঁনার প্রবেশ)

খোঁনা। হঁরেঁ কেঁষ্টোঁ—হঁরেঁ কেঁষ্টোঁ, কোঁথাঁয় যাঁবঁ বাঁবাঁ,—কেঁ দেঁবেঁ বাঁবাঁ।

কর্ম্মচারী। ঐদিকে যা, ঐদিকে হরে-কেষ্টও পাবি,—পয়সাও পাবি।

খোঁনা। কেঁ দেঁবেঁ বাঁবাঁ।

কর্ম্মচারী। ভাল আপদ! বিরক্ত করে তুলেছে,—যা যা, অনেক লোক আছে, তারা দেবে, যা।

খোঁনা। যাঁই বাঁপুঁ, যাঁচ্চিঁ বাঁপ্।

[প্রস্থান

(তোৎলার প্রবেশ)

তোৎলা। জ—জ—জঃ—জঃ—জঃ।

কর্ম্মচারী। জয় হোক্, কেমন ত?—হয়েছে ব্যাটা। থুতুতে গা ডুবিয়ে দিলি। যা ঐ রাস্তায় যা—

তোৎলা। থু—থু—থু—

কর্ম্মচারী। চুপ কর্ ব্যাটার ছেলে,—কথা বন্ধ করে যা—

তোৎলা। বাঃ—বাঃ—বাঃ—

[তোৎলার প্রস্থান

(তান্ত্রিকগণের প্রবেশ)

তান্ত্রিকগণ। জয় গুরু, জয় গুরু। কোথায় দান হচ্ছে মশায়?

দ্বারবান্। দান মাঙতে হো, আউর্ গুরু বি মাঙতে হো,—বদমাস্ আদমি! ভিক্ বোল্তা নেহি। যা,—উধার্ যানেসে গুরুবি মিলে, রুপেয়াবি মিলেগা।

১ম তাঃ। কি স্পর্দ্ধা! আমাদের অপমান? জানিস্! আম্রা মারণ-যজ্ঞ করে এখুনি তোদের মেরে ফেল্তে পারি!

দ্বারবান্। আরে কোন মারেগা ভেইয়া! তোম্-লোগ্ মন্তরসে মারোগে?—হামলোক্কা পাস বি লাঠ্ঠি হ্যায়। (লগুড় দেখাইয়া)

১ম তাঃ (স্বগতঃ)। বড় সুবিধে-নয়, (প্রকাশ্যে) যাচ্ছি বাপু—যাচ্ছি। কোন রাস্তায় গেলে ঠিক্ জায়গায় পড়বো বাৎলে দাওতো মিশিরজী।

দ্বারবান্। মিশিরজী কিস্কো বোল্তে হো? হাম্ মিশির নেহি।—হাম্ ভোজপুরী দরওয়ান।

২য় তাঃ (স্বগতঃ)। বেটা ভোজপুরী ভারি গোঁয়ার,—চলুন মশায়, এই পথ ধরে'ই যাওয়া যাক্।

১ম তাঃ। চল।

[তান্ত্রিকদ্বয়ের প্রস্থান

(ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ)

১ম ব্রাঃ। হরি হে! দয়া কর,—হরি হে দয়া কর; মশায়! কোথায় দান হচ্ছে?

দ্বারবান্। (বিরক্তি সহ) দান লেনে আয়া? যা যা উধার যা,—হোঁয়া-বি হায়, ভিক্-বি মিলেগা।

১ম ব্রাঃ (ক্রোধে)। কি? আমরা ভিক্ষুক! ব্রাহ্মণের অপমান!

কর্ম্মচারী। যান না মশায়,—ঐ পথে তুলসী বাগান দেখে নিয়ে, বসবেন।

২য় ব্রাঃ। চলুন। উঃ!—বেটা যেন নবাবপুত্তুর।

[প্রস্থান

(বোষ্টম বোষ্টমী চতুষ্টয়ের খঞ্জনী যোগে গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

সকলে। জয় রাধে—গোবিন্দ বল,
　　জয় রাধে—গোবিন্দ বল।
স্ত্রী। এই নাকের উপর—রস-কলিটি
　　আমায় গোঁসাই বড্ড বাসে ভাল
সকলে। রা—ধে, গোবিন্দ বল,
　　জয় রাধে—গোবিন্দ বল।
পুরুষ। গরম গরম—মালপো খেতে
　　থাকেন গোঁসাই—হাত পেতে;
স্ত্রী। আর খঞ্জনীতে চুমকি দিলে
　　—চমকে গোঁসাই দেখেন 'আলো'।
সকলে। রা—ধে, গোবিন্দ বল,
　　জয় রাধা—গোবিন্দ বল।

পুরুষ। মেয়ে পুরুষ—তেড়ে ধ'রে
(গুরু আমার)—ভক্তি বিলোয় ভূঁড়ি নেড়ে ;

স্ত্রী। আর—আঁধার রাতে একলা পেলে
—কালার প্রেম, সে শিখোয় ভাল।

সকলে। রা—ধে, গোবিন্দ বল,
জয় রাধা গোবিন্দ বল।

পুরুষ। বষ্টমী তুই—মেকী সোণা
পাঁচ-সিকিতে বেচা কেনা।

স্ত্রী। বলি—মজায় মজায়—দিন কেটে যায়
ঘর বাড়ী হয় সব চুলো।

সকলে। রা-ধে গোবিন্দ বল,
জয় রাধা—গোবিন্দ বল।

১ম পুরুষ। দাও গো! বোষ্টম বোষ্টুমীকে ভাল করে বিদেয় দাও।—কৃষ্ণ-প্রেম পাবে।

দ্বারবান্ (বাগত হইয়া)। ইয়ে! শালে লোক বোলিক-কো বাচ্ছা! রেণ্ডী লেকে কিষণ-জীকো গাওনা করেনে আয়া! পাজী শালা।

বোষ্টুমী। আ—মর্! মিন্সে—মুখপোড়া, না হয় ভিক্ষে নেই দিবি,—রেণ্ডী বল্‌বি কেনরে! অলপ্‌পেয়ে!—ভিক্ষেয় কাজ নাই—চল্ বষ্টম, ঘরে চল্।

কর্ম্মচারী। ও বষ্টুমী দিদি!—রাগ করে যেও না। বলিরাজের হুকুম—কেউ যেন ফিরে না যায়। এস এস—ঐ রাস্তা দিয়ে যাও। মাঠের মাঝে বড় বটগাছটার

তলায় তোমাদের আস্তানা হয়েছে। আহা! কেষ্ট-প্রেমের কথা মহারাজ শুনলে, তোমাদের কাঠের কণ্ঠী ব'দ্‌লে সোণার কণ্ঠী গড়িয়ে দেবেন।

বষ্টুমী। সত্যি নাকি?—মাইরি! (বোষ্টমের হস্তধারণ-পূর্ব্বক) আয় আয় বোষ্টম,—শিগ্‌গির চল্‌,—শিগ্‌গির।

[সকলের দ্রুত গমন

কর্ম্মচারী। আঃ—আর পারা যায় না। বিরক্তি ধ'রে গেছে,—দরিদ্র কাঙ্গাল অপেক্ষা ভেকধারী বিলাসী নরনারীই অধিক।

(একতারা যোগে গাহিতে গাইতে অন্ধবেশে
সদানন্দের প্রবেশ)

গীত

ভিক্ষা দাওগো জগদ্‌বাসী
রাধা কৃষ্ণ বলরে মন।
আমি ধন আশে—এ প্রবাসে
এসেছি রে—দে রতন (দাও ভিক্ষা দাও
আমায় কৃষ্ণধন)
কি ধন আছে—তোমার ঘরে,
যে ধন—ত্রিলোক সাধনা করে,
—সেই প্রাণকৃষ্ণ তরে (আমি)
—সহিতেছি জীবন-মরণ।

ওগো ভিক্ষা দাও আমায় কৃষ্ণধন।
দীন অন্ধে—দয়া করে
দেহ-গো—অঞ্জলি ভ'রে,
আমার হৃদি মাঝে—রেখে হরি,
করি সকল কষ্ট নিবারণ।

(দ্বারবান্ ও কর্ম্মচারী উভয়ে ধীরে ধীরে অন্ধের নিকট গমন করিয়া)

দ্বারবান্। হাঁ! এহি সাচ্চি সাধু। (সাধুর প্রতি) বাবা! তোম্ হামারা সাৎ-মে আও, রাজাজী-কো দান-মজ্‌লিস্‌মে তোমারা আস্তানা হোগা।

কর্ম্মচারী। ঠাকুর! তুমি আমার হাত ধর,—এস, আমি তোমায় রেখে আসি।

দ্বারবান্। চলিয়ে মহারাজ! চলিয়ে হুজুর।

সদানন্দ। আরে বাপু! আমি হুজুরও নয়—মহারাজও নয়, কানাও নয়—অন্ধও নয়। ঐ এক রকম ধান-কানা হয়ে আছি। দুনিয়া দেখ্‌কে দেখ্‌কে—অরুচি ধ'রে গেছে। সেইজন্যে চোখ বুঁজেই বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে দিই—বুঝ্‌লে দরওয়ানজী। তা চল,—রাজসভায় নিয়ে চল,—একবার 'মজাটা' দেখে আসি।

দ্বারবান্ (বিরক্তি সহ)। ক্যা? মজা দেখোগে ক্যা? হুঁইপর্ বলিরাজাজীকা ধরম্ মজলিস্ হ্যায়। কেত্তা সুণা, রূপা, মোতি, জহরৎ—ও সবচীজ গরীব আদমীকো

দে দেতেহেঁ। আউর তোম্‌লোক এহি কামকো 'মজা' বোলতে হেঁ।

সদা। চটো কেন বাবা? কি বল্‌ব—বলে দাও মহারাজ-জী। তুমিই বল—এই কাজটা 'মজা' নয় ত, আর কি বাপু? ঐ যে—জহরৎ জহরৎ, স্নুণা দানার কথা বল্‌লে না,—ধর, বলিরাজা যদি রাজ্যিটে প্যাট্-কে-পাট্ আমায় দিয়ে দেয়,—তা হলে মজাটা কি কম হয়, খোট্টাজি? তা হলে—হামিভ রাজা ব'নে যাব্বা। তখন হামার নাম হবে 'সদা'-রাজা। হাঃ! হাঃ! হাঃ! এ কি কম মজা! তারপর গে ধর,—আমি পটল তুল্‌বার সময় এই রাজ্যিটা তোমাকেই দিয়ে গেলুম—তখনও কি কম মজা হবে?—একবার বলই না—বাপধন! সে—কি রকম মজা! হাঃ! হাঃ হাঃ! তখন তুমিই হ'বে দরওয়ানজী-রাজা।—আবার তারপর? তুমি ত বাপু কিছু কাক্ পুড়িয়ে খেয়ে এ'সনি, কেমন—ঠিক্ ত? তারপর—আর এক বেটা রাজা হবে—কাজেই দেখ মজার ওপর আবার মজা। সেই জন্যেই বল্‌ছি—'জগদীশ! কার ধন কারে দিস্'। এমন যে মজাটা হ'চ্চে—তাই একবার দাঁড়িয়ে দেখে যাবো বাপ্।

দ্বারবান্। বাবুজী আদ্‌মীঠো বাউরা লাগতা। ইস্‌কো খানা পিনা চাহিয়ে—ক্যা করেগা?

কর্ম্মচারী। ওরে বাপ্! কি আবোল তাবোল

বক্‌ছিস ! (সদানন্দের প্রতি) দান-সভায় যাবি ? ভাল ভাল খেতে পাবি—বুঝ্‌লি ?

সদা। তা দাদা—তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে কিছু কিছু বুঝতে শিখেছি। আমি দীন বটে !—অতি দীন।—আমার সম্বল কিছুই নাই। কিন্তু খাবার অভাব আমার নেই। সেও এক—বেশ 'মজায়' কাট্‌ছে। আমার খোরাকের বন্দোবস্ত আমি জন্মাবার আগে হতেই হয়ে আছে।

প্রথমে ধর,—মার দুধ থেকে আরম্ভ করে, গরুর দুধ কত খেয়েছি। সব যদি রাখ্‌তে পারতুম তা হলে একটি ক্ষীর-সমুদ্র হ'ত। রবি-শস্য, ফল, মূল ইত্যাদি করে যে সব জিনিস আমার আহারে গেছে—সেগুলি জমিয়ে রাখতে পারলে—আর একটা বৃহৎ শস্যশালিনী ধরিত্রী হয়ে যেত। কিন্তু দাদা,—বড় 'মজা' ! সব—এই উদরে ! (উদরে হাত দিয়া) এই যায়গায়ই—সব লয় !

কর্ম্মচারী (স্বগতঃ)। কি করি ! এদিকে বলিরাজের হুকুম,—কেহ যেন বিমুখ না হয় ;—আবার এ এক বদ্ধ পাগল উপস্থিত। (প্রকাশ্যে) ওরে, ও পাগ্‌লা ! কি কর্‌বি —বল্‌ দেখি ? ওরে—শোন্‌, তোর মাথার ব্যারাম কতদিন হতে হয়েছে, বল্‌ দেখি ? তোর কি কেউ নেই—যে, তোকে ছেড়ে দিয়েছে ?

সদা। আমার আছেও সকলে,—আবার নেইও

সকলে। ও যাই বল,—দুই-ই সমান! তবে কি মাথার রোগের কথা? ও রোগটা,—তা যতদিন হ'তে 'জ্ঞান' হয়েছে,—ততদিন হ'তে ঐরকম মাথা হয়ে আছে।

কর্ম্মচারী (স্বগতঃ)। এর সঙ্গে বকাই বৃথা। যাক্ নিয়েই যাই,—এমন তেমন করে, তখন দেখা যাবে। (প্রকাশ্যে) চল দরওয়ানজী,—একে নিয়েই চল। যা হয় হবে,—যাওয়াই যাক্, একটু হুঁসিয়ার থেকো।

দ্বারবান্ (সদানন্দের প্রতি)। এই, চলিয়ে। (কর্ম্মচারীর প্রতি) আউর কেয়া করেগা। আপ্ আইয়ে।

কর্ম্মচারী। হ্যাঁ চল্,—পাগ্‌লা চল্।

সদা। চল—দাদা, চল। যাব বলেই ত এসেছি।—চিরদিন কি কিছু থাকে?

[সকলের প্রস্থান



চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—রাজবাটী, দানসভামণ্ডপ

কুশাসনে দানরত বলিরাজ। বামে রাজ্ঞী বিন্ধ্যাবলী।
রাজার পশ্চাৎ দৈত্যগণ, রাণীর পশ্চাৎ দৈত্য রমণীগণ,
রাজার দক্ষিণে দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্য, নারদাদি মুনিগণ,
সনক, সনাতন প্রভৃতি ঋষিমণ্ডলী। ইন্দ্র, চন্দ্র
প্রভৃতি দেবতাগণ ও ব্রাহ্মণগণ সমভাবে উপবিষ্ট।
বলিরাজার সম্মুখে রক্ষিত কমণ্ডলু, পুষ্প,
দূর্ব্বা, কোষাকুষি প্রভৃতি মাঙ্গলিক
দ্রব্যসমূহ।

(বামনদেবের প্রবেশ)

বামন। জয় হোক্ মহারাজ !

(সকলে উত্থিত হইয়া) জয়—জগদ্গুরু বামনদেবের জয়,—জয় ভক্ত বলিরাজের জয়।

শুক্রাচার্য্য (স্বগতঃ)। যা ভেবেছি,—তাই হয়েছে। এই ত এসেছেন।—এইবার বলির রাজাগিরির দফা রফা। দেখি চেষ্টা করে,—যদি রাজ্যটা রক্ষা করিতে পারি। (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি) দেখ রাজা, ইনি বালক-ব্রাহ্মণ, অতি অল্পবুদ্ধি, দান-গ্রহণ সম্বন্ধে কিছুই জানেন

না। অতএব আমি ইঁহাকে লইয়া ধনাগারে গমন করি; লোক দ্বারা এই ব্রাহ্মণের সহিত প্রচুর বিত্ত প্রেরণ করিব। (বামনদেবের প্রতি) এস ঠাকুর,—আমার সঙ্গে এস।

বলি। একি কথা কহ গুরো?
আসিলেন ব্রাহ্মণ সুজন,
—করি নাই চরণ-বন্দন
তুষি নাই পাদ্য-অর্ঘ্য দানে।

শুক্রাচার্য্য। পা ধুইয়ে দেবে? তা আমিই দিচ্ছি। (বামনদেবের প্রতি) এস, ঠাকুর এস, আমিই তোমার চরণ ধুইয়ে দিই। (স্বগতঃ) যা হয় হোক্।—আমার কপাল দিয়েই হয়ে যাক্, রাজ্যটা রক্ষা হোক্। (প্রকাশ্যে) রাজা আমি তোমার গুরু,—আমি এই ঠাকুরের চরণ ধুইয়ে দিলেই তোমার কপালে পুণ্যফল ফ'লে যাবে। যজমানের, ধর্ম্ম-কর্ম্ম গুরু করিলেই শুভ ফল প্রদান করে। (বামনদেবের প্রতি) অতএব এস ঠাকুর, এস,—আমিই ঐ চরণ-যুগল ধুইয়ে দিই,—এস, আর এখানে কেন?

বলি। সত্য বটে,—গুরু তুমি সর্ব্ব-শুভদাতা।
কিন্তু, শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্য কেমনে করিব।
রোগ-শোক-জরাগ্রস্ত অথবা আতুর
কর্ম্ম সমর্পণে ক্ষম শ্রীগুরুর করে,
—কিন্তু নহি আমি ব্যাধিগ্রস্ত জন।
গুরো! ব্রাহ্মণের বুঝহ প্রমাণ,

নহে ক্ষুদ্র ভেদ—গুরুত্ব সমান,
সম-শক্তি—শক্তিমান্ সবে।

(সভাস্থ সকলে) সাধু! সাধু! সাধু!

বামন। অতি ক্ষুদ্র আশে—এসেছি রাজন্!
দাতা তুমি,—ধার্ম্মিক ধীমান্,
শুনিয়া বাখান
আসিয়াছি—মাত্র ভূমি ত্রিপাদের লাগি।
কর দান সত্যব্রত!—অতি দীন আমি।

শুক্রাচার্য্য (স্বগতঃ)। হুঁ—অতি দীন তুমি! তা' আর আমি জানি না! ত্রিপাদ-ভূমি গ্রহণ করিলেই—বলি-রাজকে সাব্'ড়ে দেখছি। বলির রাজত্ব করা ত নিশ্চিন্ত হয়েই যাবে;—বুঝি, বলিরাজের ত্রিজগতে দাঁড়াইবারও স্থান রহিবে না। (প্রকাশ্যে বামনদেবের প্রতি) আচ্ছা ঠাকুর,—তুমি তিন পা ভূঁই নেবে? তা এখানে কেন? এস, আমার সঙ্গে এস,—আমিই তোমায় একখানা গ্রাম দিচ্ছি; তুমিও সুখে বসবাস করবে, আর আমরাও নিশ্চিন্তে রাজ্যটা ভোগ কর্‌বো,—ব্যাস! এইত কথা, এখন এস, আর দেরী কো'র না, আমার সঙ্গে এস—।

বলি। ক্ষান্ত হও—গুরো!
অতি শিশুমতি - অবোধ বালক,
আত্মলাভ নাহি জানে কিছু,
সে কারণ যাচে মাত্র তিন-পাদ ভূমি।

শুক্রাচার্য্য (স্বগতঃ)। অবোধই বটে! রাজা নিজেই নির্ব্বোধ, কাজেই 'অবোধ' 'শিশুমতি' বালক দেখেছেন। আহা 'বালক'! কোন্ কল্পকাল হতে,—কোন্ যুগ যুগান্তরের—কোন আদি-অন্ত-মধ্য-রহিত কালের এই অনন্ত পুরুষ! মহাকাল স্বয়ং ইঁহার উৎপত্তি নির্ণয়ে অক্ষম!—আর মহারাজ কিনা বলেন,—বালক 'আত্মজ্ঞান'-হারা। যিনি স্বয়ং 'আত্মারাম'—তিনি আত্মজ্ঞান-হারাই বটে!

(প্রকাশ্যে) রাজন্! নহে ইনি অজ্ঞান বালক;
'অজ্ঞান' বিনাশ পায় যাঁহার চিন্তায়,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার আশ্রিত
জ্ঞানীগণ সদা যাঁরে করে অন্বেষণ,
—তাঁহারে প্রত্যক্ষ হের, সম্মুখে তোমার।
—'জ্ঞান'-হারা অন্ধ তুমি!
—না পার চিনিতে!

বলি। গুরো!—ভাল মতে জানি আমি ব্রাহ্মণ সকলে।
দ্বিজগণ কৃপা করি নিজ পুণ্যফল
নিজগুণে সমর্পণ করিলেন মোরে,
ব্রাহ্মণের তেজোবলে—'বীর' বলি আমি
পরাজয়ি সহস্রলোচনে,
—করিয়াছি অধিকার ত্রিলোক্ সম্পদ্।
(বামনদেবের প্রতি) হে ব্রাহ্মণ!
—বহু ভাগ্যবান্ আমি, তব আগমনে।

শুক্রাচার্য্য (স্বগতঃ)। তা আর কথায় কাজ কি? যখন—সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলদাতা তোমার সম্মুখে উপস্থিত, তখন তোমার ভাগ্যের যা ফলাফল, আমি তাহা জ্বলন্ত অক্ষরে চতুর্দ্দিকেই দেখ্'তে পাচ্ছি! (প্রকাশ্যে) রাজন্!—একথা আমিও জানি। আমিও ইঁহাকে ভাল রকমই চিনি। সেইজন্যই ত বল্‌ছি—(বামনদেবের প্রতি) বলি ঠাকুর! —এখানে আর কেন? এখানে ত ধন রত্ন কিছুই নাই, কেবল সজ্জিত-সভা মাত্র রয়ে'ছে। (বামনদেবের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) এখন এস,—আমার সঙ্গে এস। আমিই তোমায় ধন রত্ন,—গজ অশ্ব, নগর, প্রান্তর, স্থাবর, অস্থাবর— তুমি যা বল্‌বে, সমস্ত, এমন কি আমার এই অতি তুচ্ছ ক্ষণভঙ্গুর দেহ পর্য্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত আছি। শুধু! —শুধু! তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা,—যেন তোমার ঐ চরণের যোগ্য দান ভিক্ষা করিও না। এস,— এখন চল, 'আদান' 'প্রদান' আমরা দুজনেই—যা হয় রফা ক'রে ফেলি—রাজাকে নিষ্কৃতি দাও।

বলি। গুরো!—দেহ ছাড়ি কর,

তব সহ নাহি যাবে বামন বালক

(স্বগতঃ) আহা!—বালক সুজন, লাভালাভ

নাহি জানে কিছু,

—সে কারণ যাচে ক্ষুদ্র দান!

(প্রকাশ্যে বামনের প্রতি) হে বামন!

—অতি ক্ষুদ্র চরণ তোমার,
হস্ত-পরিমিত স্থান, অতি তুচ্ছ দান ;
—প্রচুর লহ হে দ্বিজ, যেবা লয় চিতে।

শুক্রাচার্য্য (স্বগতঃ)। হুঁ বালক সুজন !—আর ক্ষুদ্র চরণ ! দুটি কথাই খাঁটি !

(প্রকাশ্যে) রাজন্। কহিতেছ কারে তুমি বালক সুজন ?
তবে সুমতি-কুমতি-দাতা বল কোন জন ?
সুখ দুঃখ—বল রাজা কাহার সৃজন ?
অভেদ্য কুটিল-চক্র জীবন রহস্য
বল কার জটিল ইচ্ছায় ?
কহ রাজা—'মহাচক্রী' হয় কোন্ জন
—সুদর্শন মহাচক্র-ধারী।
কার চক্রে আজি তুমি—অন্ধ জ্ঞানহারা
হেরিতেছ অতি ক্ষুদ্র যুগল চরণে ?
অতি সত্য কহি আমি,—জানিহ নিশ্চয়,
দেখ চেয়ে স্থির নেত্রে, খুলি 'জ্ঞান'-আঁখি
ঐ ক্ষুদ্র পদ-সম অনন্ত, বিরাট,
ত্রিজগতে আর নাহি কিছু।

অতএব মহারাজ ! ক্ষান্ত হও,—তুমি ও পায় যেও না।

বলি। ভয় কিবা গুরো !
দেখ চেয়ে, অতি ক্ষুদ্র রক্তোৎপল

চরণ যুগল,
সুকুমার, কুসুম-আগার,
মন প্রাণ শান্তকারী,
ই'থে কভু অনিষ্ট সম্ভবে?

শুক্রাচার্য্য। 'কালে' ছুলে ঔষধে কি করিবে? (ক্রোধে) রাজা অন্ধ হয়েছো,—দানগর্ব্বে অন্ধ হয়েছো, 'অহং'-মদে মত্ত হ'য়ে জ্ঞানহারা হয়েছো, সেই জন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছোনা! রাজন্! ঐ যে ছোট ছোট রাঙ্গা রাঙ্গা দুখানি চরণ দেখ্‌ছো,—হায়! হায়! ঐ চরণে লুটলে তোমার ভোগ বল, ঐশ্বর্য্য বল, বিলাস-মদ-গর্ব্ব, অহংঙ্কার, ওরে এমন কি,—জরা, জন্ম, মৃত্যু পর্য্যন্ত সকলি বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তাই বলি, মহারাজ! ক্ষান্ত হও, তুমি ও'পায় যেও না।

বলি। গুরো! বুঝিতে না পারি কিছু
তব উপদেশ।

শুক্রাচার্য্য। পার্‌বে না—; পার্‌বে না—, ঐ মহাচক্রী,—মায়াচক্রে, মোহ-আবরণে, তোমায় অন্ধের মত জ্ঞানহারা এবং আচ্ছন্ন করে রেখেছেন; তুমি কিছুই বুঝ্‌তে পাববে না। আচ্ছা রাজা!—তোমার বোঝায় কাজ নাই।—তুমি আমার একটি কথা রাখ, তুমি এই ব্রাহ্মণকে নিজ হস্তে কিছুই দান করিও না। আমায় প্রতিনিধিত্ব প্রদান কর। আমি তোমার ইচ্ছামত ঐ

ত্রিভুবন-বিজয়ী চরণে আত্ম-বলিদান দিয়া, তোমার রক্ষা-কার্য্য সম্পাদন করিব। এবং ঐ পুণ্যের-আধার,দেব-দুর্ল্লভ চরণ হইতে আমার প্রাপ্য পুণ্যরাশিও গ্রহণ করিয়া, তোমাকে সমর্পণ করিব; অতএব তুমি নিরস্ত হও। (বামনদেবের প্রতি) অনেক হয়েছে ঠাকুর! আর কেন,—এই বার এস, আমার সঙ্গে এস।

বামন। দৈত্যপতি! আসিয়াছি বহুদূর হ'তে
তব করে বিত্ত কিছু করিতে গ্রহণ।
—সত্যব্রত! কর দান, দীন দ্বিজ আমি।

শুক্রাচার্য্য। হরি! বিত্ত তব নাহিক সংসারে!
সকল বিত্তের তুমি অমূল্য সম্পদ্;
যদি তুমি হিতাকাঙ্ক্ষী হও দানবের
প্রেম, ভক্তি অতুল সম্পদ্ তব,
কৃপা করি,.সে রতন দেহ জনে জনে।
কি করিবে বল কৃষ্ণ, ত্রিলোক হরিয়া?

বলি। গুরো! কেন হেন কহ কটুভাষ?
দান-আশে আসে দ্বিজ বহু দূর হতে
কহ তারে দৈত্যগণে রত্ন দানিবারে?
স্নেহবশে বুদ্ধিনাশ হইয়াছে তব,
—হইয়াছ বাতুল সমান;
দানসভা-যোগ্য নহ তুমি আর,
রহ গিয়া অন্তঃপুর-মাঝ।

শুক্রাচার্য্য। যাই রাজা ত্যজি সভাস্থল
(স্বগতঃ) সর্ব্বস্থান 'পূর্ণ' যিনি করেন নিয়ত,
হইয়াছে সভাপূর্ণ তাঁর আগমনে।
শিষ্য মোর মহারাজ বলি,
জীবন থাকিতে কভু
না পারিব সহিবারে শিষ্য-অমঙ্গল।
(প্রকাশ্যে ক্রোধে) চক্রী হরি! রহ,
তুমি হেথা,
জীবন থাকিতে এই দৈত্য যাজকের,
করিতে হে না পারিবে রাজনে পীড়ন।

(স্বগতঃ) যাই,—কমণ্ডলুর নলপথ রোধ করি, ছিদ্র রোধে জল বহির্গতি হইবে না, আচমন ব্যতীত দান বন্ধ। বেশ মনে যুগিয়েছে।

(রাজার প্রতি) রাজন্! সত্য কহিয়াছ তুমি,
নহি আমি সভাযোগ্য আর,
করিয়াছে সভাপূর্ণ বিশ্বপ্রতারকে;
যাই রাজা তেয়াগি এ-স্থান।

[শুক্রাচার্য্যের প্রস্থান

বলি। হে দেবতামণ্ডলী, হে ঋষি ও মহর্ষিগন, হে ব্রাহ্মণগণ, হে সভাস্থ জনগণ! দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য এই বামন বালকের প্রতি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া এই দানসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করিলেন। অতএব আমি এখন

আমার গুরু-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আদেশ প্রদান করুন, আমি এই দ্বিজোত্তমকে ত্রিপাদ ভূমি অর্পণ করিয়া ধন্য হই।

(দৈত্যগণ ব্যতীত সকলে) স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

বলি (বামনদেবর প্রতি)। এস প্রভু সম্মুখে আমার
গঙ্গাজলে শ্রীচরণ করিয়া পূজন
সমর্পিব ও চরণে তিন-পাদ ভূমি।

(রাজার সম্মুখে বামনদেবের গমন, কমণ্ডলুর ছিদ্ররোধ-দর্শনে)

রাজা। এ কি! ছিদ্রপথ রোধ কেন?

বামন। বুঝি রাজা—প'শেছে জঞ্জাল।
—লহ এই লৌহময় শলা,
ছিদ্রপথে করহ আঘাত,
অচিরে হইবে মুক্ত সকল জঞ্জাল।

(বলি কর্ত্তৃক ছিদ্রপথে আঘাত, এক-চক্ষুহীন রক্তাক্ত-নেত্র শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ)

শুক্রাচার্য্য (ক্রোধে)। রে দুর্জ্জন বলি! তুই অহংকারের বশীভূত হইয়া আমার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছিস্,—তোর রক্ষার জন্যই আমি নলপথ রোধ করিয়াছিলাম। দেখ্ মূঢ়! তুই আমায় কানা পর্য্যন্ত করিলি! আর তোর রক্ষা নাই,—তুই রাজ্যচ্যুত, স্বজন পরিত্যক্ত হইয়া নাগপাশে বদ্ধ হ'।

(অভিসম্পাত শ্রবণে দৈত্যগণ ও দৈত্যরমণীগণ কম্পমানা)

বলি। ভীত নহি কঠিন সম্পাতে।—সত্য মোর প্রাণ,
না করিব সত্যভঙ্গ থাকিতে জীবন।
হয় হোক্ রাজ্যনাশ, স্বজন-বিচ্ছেদ,
—কিবা ভয় বন্ধনের ধর্ম্ম যার প্রাণ ?
(বামনদেবের প্রতি) এস প্রভু ! সম্মুখে আমার;
৺গঙ্গাজলে প্রক্ষালিয়া শ্রীপদ-পঙ্কজ
নিজকর্ম্ম করি সমাধান।

(বলি-কর্ত্তৃক বামনদেবের পদ-প্রক্ষালন ও পত্নীসহ মস্তকে পাদোদক ধারণ)

বলি। লহ প্রভু নিজগুণে তিন পাদ ভূমি।
(সকলে উত্থিত হইয়া) গোবিন্দায় নমঃ
— গোবিন্দায় নমঃ।
[বিজয়-ঘোষণা-বাদ্য

ড্রপসিন

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

দৃশ্য—বিরাট সভা

মধ্যস্থলে দানরত বলি ও বামে বিন্ধ্যাবলী, বলিরাজের সম্মুখে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণু দণ্ডায়মান। • বিষ্ণুর নাভি হইতে তৃতীয় চরণ লম্বিত। বামনদেবের পশ্চাদ্‌ভাগে পুষ্প-অর্ঘ্য হস্তে ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জয়া, শান্তি প্রভৃতি নারীগণ, শ্রীভগবানের শিরোদেশে হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক, দণ্ডায়মান। বামন-দেবের সম্মুখে ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান। তৎপশ্চাৎ সনক, সনাতন, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান। তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্মণগণ ও ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ করযোড়ে দণ্ডায়মান! তৎপশ্চাৎ সদানন্দ, নাবিক, এবং পত্রপুষ্প আভরণে শোভিতা ধরিত্রী, করযোড়ে দণ্ডায়মানা। শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য, তৎপশ্চাৎ দৈত্যগণ ও দৈত্যরমণীগণ। তৎপশ্চাৎ গরুড় নাগরজ্জু হস্তে দণ্ডায়মান।

বামন (বলির প্রতি)। হে আমার প্রিয় সত্য-ব্রত বলি!

এখনও অসম্পূর্ণ তব সত্য-দান।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, তিনলোক পরিপূর্ণ হের,

দুই পদে।

তৃতীয় চরণ-স্থান দেহ—হে রাজন্‌!

(নির্ব্বাক্ বলির ইতস্তত: দৃষ্টি-নি:ক্ষপ)

বামন। সত্যচ্যুত হ'ল দৈত্যপতি,
সত্যভঙ্গ মহাপাপ,—মগ্ন তুমি তায়।
হও বদ্ধ নাগপাশে (গরুড় কর্ত্তৃক বলির বন্ধন)।

বলি। হরি! নহে মম প্রবঞ্চনা সাধ,
শত নাগ-গ্রন্থি-ডোরে বাঁধ মন সাধে
—না করিব মানা কভু।
দান-ধর্ম্ম সাধু-কর্ম্ম,—দৃঢ় মনে মানি,
মহা-যজ্ঞে ব্রতী আমি আজ।
চক্রী তুমি;—চক্র করি হরিয়াছ
সকল সম্পদ্।
ছলে করিতেছ মোরে হীন-প্রতারক;
সর্ব্বশক্তি, ইচ্ছাময়! একমাত্র তুমি।
সাধ্য আছে কার
অমোঘ ইচ্ছার তব করে গতিরোধ?
ক্ষুদ্র আমি।—কর' বাঁধা, চিরদিন তরে
দৃঢ়বদ্ধ নাগ-পাশে।
কৃষ্ণ! স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে অথবা নিরয়ে
—দু:খ, নির্য্যাতনে, কিম্বা পরম আনন্দে
—ক্ষীণ রিকৃথ, অথবা সে অতুল বৈভবে
—যথা ইচ্ছা কর মোর গতি।
তিলমাত্র ক্ষতি, নাহি গণি তায়।

স্থির মনে বুঝিয়াছি সার
—মহামায়া-চক্র-অস্ত্র, অসার সংসার
ছলিবার, একমাত্র সহায় তোমার।

দৈত্যসেনাপতি। মহারাজ! মহাচক্রী মায়াবী এই হরি,
দেবতাগণের হিত সাধনের লাগি
বামন বালক-রূপে আসি সভাস্থলে
—ছলে হরিয়াছে তব সকল সম্পদ্।
প্রভু! অসহ্য এ হীন প্রতারণা।
দেহ আজ্ঞা, মহারাজ!
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিনাশিব মহা মায়াবীরে।

[বলির নতমস্তকে অবস্থান

দৈত্য সেঃ। ভো ভো সৈন্যগণ!
হের নাগ-পাশে বদ্ধ মহারাজ,
—নতশিরে নীরব আসনে
দীন সম ত্রিলোকের পতি;
অসহ্য! অসহ্য! এ প্রতারণা!
ধর! ধর! নিজ নিজ প্রহরণ।

(দৈত্যগণের অসি নিষ্কাসণ)

মার মার মহাচক্রী হরি!

(দৈত্যগণ শ্রীবিষ্ণুকে আক্রমণোদ্যত, বেগে বিষ্ণু দূতগণের প্রবেশ ও অসি দ্বারা গতিরোধ)

দৈত্যগণ। মার, মার—মহাচক্রী হরি।

১ম বিষ্ণুদূত। সাবধান দৈত্য-সৈন্যগণ,
এক পদ অগ্রসর নাহি হও আর,
বিষ্ণু সম্মুখীন হ'লে না পাবে নিস্তার।

বলি। ক্ষান্ত হও, সেনাপতি! মম সৈন্যগণ!
নহে কাল সুপ্রসন্ন এবে দানবের
শুভযোগ উপস্থিত হের দেবতার।
জীবগণ সুখ-দুখ-নিয়মে জড়িত,
—পুরুষ 'পুরুষাকারে', না পারে
করিতে কভু কালে অতিক্রম;
জ্ঞানিগণ সর্ব্বক্ষণ রহে অচঞ্চল।

(অস্ত্র সম্বরণ পূর্ব্বক নতমস্তকে দানবগণের অবস্থিতি)

(প্রহ্লাদের প্রবেশ)

প্রহ্লাদ। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, দয়াময়!
দয়া তব চিরদিন দৈত্যগণ প্রতি,
লভিল অসীম কৃপা দানবেন্দ্র বলি।
সত্য বাট, সর্ব্ব রাজ্য হইয়াছে হারা,
আত্মীয়-স্বজন-স্থানে উপহাসাস্পদ,
—গুরু অভিশাপ শিরে ধরি বজ্রসম
—দৃঢ়রূপে বদ্ধ নাগ-পাশে।
তথাপিহ,—হে বরদ! এ বীরেন্দ্র বলি
মহাধন্য হইয়াছে তব দরশনে।
ত্রিলোক-সম্পদ্ লভি—মত্ত অহংকারে

—হেয়জ্ঞানে 'অহংকর্ত্তা' করে দুঃখভোগ
তোমারি প্রভাবে, মদগর্ব্ব অহংকার
সকলি বিনষ্ট আজি,—দুঃখ অবসান।
দেব ! অহৈতুকী কৃপা তব তুলনারহিত

বলি। পিতামহ ! প্রণমি চরণে তব
নিরখি তোমায় এই চরম-সময়
—বহে প্রাণে আনন্দ-প্রবাহ।
হস্তদ্বয়, সর্ব্ব অঙ্গ বদ্ধ নাগ-পাশে,
পবিত্র তোমার ঐ শ্রীপদ-পরশে
বঞ্চিত হয়েছি আমি, উপায় বিহীন !
হের পিতামহ ! এই সম্মুখে রাজিত
মায়াবিগণের শ্রেষ্ঠ মহা-মায়াধারী
ত্রিচরণ-ভূমিদানে বদ্ধ যাঁর কাছে ;
দুই পদে হরিয়াছে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ।
—লম্বিত তৃতীয় পদ নাভি-পদ্ম হ'তে
কোথা তার দিব স্থান আর !
তিলমাত্র নাহি স্থান মোর।
অকুল, পাথার হেরি,—করহ উপায়,
কেমনে করিব পূর্ণ যজ্ঞ, সত্য-জয়।

বিন্ধ্যাবলী। ত্যজ চিন্তা মহারাজ ! দৈত্যকুল-পতি !
অগতির গতি ঐ তৃতীয় চরণ
ভক্তিভরে লহ করে ধরি !

রতন-মুকুট-শির-শোভিত-উজ্জ্বল

হরি-পাদপদ্ম তাহে করহ স্থাপন,

দান পূর্ণ, সত্য-জয়, কর মহামতি !

(বলি-কর্ত্তৃক শ্রীহরির তৃতীয় চরণ মস্তকে স্থাপন)

(দুন্দুভি-নিনাদ পুষ্পবর্ষণ বলির বন্ধন মোচন)

(সকলে দণ্ডায়মান হইয়া)

জয় বামনরূপী জগৎপতির জয় !

জয় পতিব্রতা বিন্ধ্যাবলীর জয় !

জয় পরমভক্ত বলিরাজের জয় !

(সমবেত গীত)

গীত

পুরুষগণ। দৈত্য-ছলন নারায়ণ, নমঃ বামন-রূপধারী।

নারীগণ। মাধব-মনো-মোহন, মোহন-মূরলীধারী।

নমো নারায়ণ, নমো নারায়ণ, নমো নারায়ণ।

পুরুষগণ। দৈত্য রঙ্গ-ভঙ্গ, ভীম-তরঙ্গ, নমো নরসিংহ-রূপধারী।

নারীগণ। শিরে শিখি-পাখা, রাধা-নাম লেখা, কুঞ্জ-কাননচারী।

নমো নারায়ণ, নমো নারায়ণ, নমো নারায়ণ।

পুরুষগণ। ধর্ম্ম-স্থাপন, পাপ-নাশন, যুগ যুগ অবতরি।

নারীগণ। ত্রিভঙ্গিম-ঠাম, নব-ঘন-শ্যাম ভকত-চিতবিহারী।

সকলে। নমো নারায়ণ, নমো নারায়ণ, নমো নারায়ণ।

বামন। হে অটল মেরু সদৃশ, মহাকীর্ত্তিমান্ সত্যব্রত বলি! তোমার সত্ত্বগুণে, দান-ধর্ম্মে, তোমার প্রেমে, আমি চিরনিবদ্ধ।

দেবতাগণের স্বর্গরাজ্য, মনুষ্যগণের নিমিত্ত মর্ত্ত্যরাজ্য এবং দৈত্যগণের জন্য আমি পাতালরাজ্য—নির্দ্দেশ করিয়াছি। হে আমার প্রিয় ভক্ত! তোমার ভক্তি-পণে আমি বিক্রীত হইয়াছি। এস ভক্ত, স্বজন-বান্ধব সহ আমার সহিত পাতালপুরে আগমন কর। আমি অনুক্ষণ তোমার দ্বারে দ্বারী হইয়া অবস্থান করিব।

সকলে। জয়! জয়! ইচ্ছাময়!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(সিংহাসনে বলিরাজ ও বামে রাজ্ঞী বিন্ধ্যাবলী, পার্ষদ দৈত্যগণ ও দৈত্যরমণীগণ উপবিষ্ট)

(দ্বারে গদাস্কন্ধে প্রহরীবেশে শ্রীহরি বিরাজমান)

নারদ, ব্রহ্মা, শিব, ভগবতী, ধরিত্রী এবং সদানন্দের প্রবেশ ও প্রণাম করিয়া

গীত

হরিপ্রেমে আনন্দ অপার,
হরিবোল, হরিবোল, হরি বল মন আমায়।
জ্ঞান, বিজ্ঞান, তন্ত্র, মন্ত্র,
সকলেরি সার প্রেম-মন্ত্র,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাহে হয়ে আছে এক-আকার।
হরিবোল, হরিবোল, হরি বল মন আমার।
শুদ্ধ শান্ত প্রেম-মুরতি,
নাহি তাপলেশ—অপরূপ জ্যোতি,
'আনন্দ', 'আনন্দ', 'আনন্দ' সংহতি,
হৃদি সরোজে হের অনিবার;
হরিবোল, হরিবোল, হরি বল মন আমার।
ভক্তের লাগিয়া নানা রূপ ধরি,
সদা বিরাজিত আপনি শ্রীহরি,
ত্যজ ওরে মন মোহ-আবরণ,
ভুবন-মোহন হের একবার
হরিবোল, হরিবোল, হরি বল মন আমার

যবনিকা পতন